CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-180 ■ 31 March, 2026 ■ আগরতলা ৩১ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১৬ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নকশাল ইস্যুতে লোকসভায় বিজেপি কংগ্রেসের বাক্‌বিতন্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) ।। চলতি বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় নকশাল বা মাওবাদী হিংসা নিয়ে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র বিতর্ক দেখা গেল। বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করে মাওবাদকে দেশের সামনে ''সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ'' বলে উল্লেখ করেন। তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন যে, তারা এই আন্দোলনকে ''রোম্যান্টিসাইজ'' করেছে। লেখিকা অরুন্ধতী রায়-এর মাওবাদীদের ''বন্দুকধারী গান্ধীবাদী'' মন্তব্যও তুলে ধরেন তিনি।

পাত্র ২০১০ সালের ২ এপ্রিল ছত্তীসগঢ়ে ৭৬ জন সিআরপিএফ জওয়ানের নিহত হওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেন, যা একদিনে নিরাপত্তা বাহিনীর সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি। তাঁর কথায়, ''কংগ্রেস পাপ করেছে'', এবং এই ইস্যুতে কংগ্রেসের নীতিকেই দায়ী করেন তিনি।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র সরকারি তথ্য তুলে ধরে জানান, মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় সুরক্ষিত পুলিশ স্টেশনের সংখ্যা ২০১৪ সালের ৬৬ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৮৬-এ পৌঁছেছে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি বাস্তবেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে থাকে, তবে কেন নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, ''স্বাভাবিকতা ফিরলে নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রয়োজন কেন?''

এছাড়া, আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সেনা ও আধাসেনা বাহিনীর প্রতি অবহেলার অভিযোগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুরু হচ্ছে জনগণনা-২০২৭

প্রথমবার চালু স্ব-গণনার সুবিধা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ ।। বিশ্বের বৃহত্তম জনগণনা কার্যক্রম এবার সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে এবং প্রথমবারের মতো নাগরিকদের জন্য 'স্ব-গণনা' সুবিধা চালু করা হচ্ছে। ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ আজ নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'জনগণনা-২০২৭' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘোষণা করেন।

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, জনগণনা-২০২৭ দুটি ধাপে সম্পন্ন হবে। প্রথম ধাপ 'বাড়ি তালিকাভুক্তি ও আবাসন শুমারি' যা 'এইচ এল ও' নামে পরিচিত, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩০ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হবে। এর আগে ১৫ দিনের জন্য নাগরিকদের স্ব-গণনার সুযোগ দেওয়া হবে। এই ধাপে বাড়ির অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং পরিবারের সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ধাপের প্রশ্নাবলি ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ 'জনসংখ্যা গণনা' ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই পর্যায়ে নাগরিকদের জনতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, অভিবাসন এবং প্রজনন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতি বা বর্ণভিত্তিক গণনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লির এনডিএমসি ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা, গোয়া, কর্ণাটক, লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম, ওড়িশা এবং সিকিমে ১ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত স্ব-গণনা চলবে। এরপর ১৬ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত বাড়ি তালিকাভুক্তি শুমারি হবে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, চণ্ডীগড়, ছত্তিশগড় এবং হরিয়ানায় ১৬ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত স্ব-গণনা এবং ১ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ি তালিকাভুক্তির কাজ চলবে।

ভারতে জনগণনা পরিচালিত হবে ১৯৪৮ সালের আদমশুমারি আইন এবং ১৯৯০ সালের বিধিমালা অনুযায়ী। সর্বশেষ জনগণনা অনুষ্ঠিত হয় ২০১১ সালে। ২০২৭ সালের জনগণনা হবে দেশের ১৬তম এবং স্বাধীনতার পর ৮ম জনগণনা।

এই প্রথম জনগণনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল মাধ্যমে পরিচালিত হবে। গণনাকারীরা স্মার্টফোনের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ ও আপলোড করবেন। পাশাপাশি, নাগরিকরা একটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজেরাই তথ্য প্রদান করতে পারবেন। এই অ্যাপ ও পোর্টালটি হিন্দি ও ইংরেজি সহ মোট ১৬টি ভাষায় উপলব্ধ থাকবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের আগে মজুরির দাবিতে এডিসি ভিলেজ কার্যালয়ে তালা দিয়ে রেগা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ মার্চ ।। নিয়ম বহির্ভূত কাজের জেরে রেগা শ্রমিকদের মজুরি না মেলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লকের চালিতা ছড়ি এলাকা। সোমবার মজুরির দাবিতে চালিতা ছড়ি এডিসি ভিলেজ কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান রেগা শ্রমিকরা।

এর ফলে কার্যালয়ের ভিতরে কর্মীরা কিছু সময়ের জন্য আটকে পড়েন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, গত চার মাস ধরে তারা কাজের মজুরি পাননি। এর প্রতিবাদেই তারা এদিন বিক্ষোভে সামিল হন এবং দ্রুত বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবি জানান।

এ বিষয়ে চালিতা ছড়ি এডিসি ভিলেজ কার্যালয়ের জিআরএস (গ্রাম রোজগার সহায়ক) জানান, এলাকায় দুটি পুকুর খননের কাজ অনুমোদিত হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী, কাজ শুরু করার আগে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের দাবি জানাতে হয় এবং সেই অনুযায়ী ব্লক অফিস থেকে মাস্টার রোল (এমআর) ইস্যু করা হয়। তবে অভিযোগ উঠেছে, শ্রমিকরা যে কাজ করেছেন তা যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্লকের অনুমোদন নিয়ে করা হয়নি। বর্তমানে সেই কাজের প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে। প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হলে এমআর ইস্যু করে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদান করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা দ্রুত মজুরি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, কবে নাগাদ প্রশাসন এই সমস্যার সমাধান করে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করে।

স্কলারশিপের দাবিতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে পড়ুয়াদের ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ ।। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্কলারশিপ না পাওয়ার অভিযোগে সোমবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসলেন একদল ছাত্রছাত্রী। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত প্রাপ্য স্কলারশিপের টাকা প্রদান করা হয়নি।

ছাত্রছাত্রীদের দাবি, তারা বহিঃরাজ্যের বেসরকারি কলেজে পড়াশোনা করছেন এবং স্কলারশিপের উপর নির্ভর করেই বিএড কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে স্কলারশিপ না পাওয়ায় তারা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে দপ্তরে যোগাযোগ করলে অধিকর্তা ও যুগ্ম অধিকর্তার তরফে তাদের 'ভুয়ো পড়ুয়া' বলে দাবি করা হয় এবং স্কলারশিপ না দেওয়ার কথা জানানো হয়। পরবর্তীতে তারা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা জানালে মন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তারা স্কলারশিপ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

তবে পুনরায় দপ্তরে যোগাযোগ করলে ছাত্রছাত্রীদের জানানো হয়, বর্তমানে দপ্তরের তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ নেই, ফলে স্কলারশিপ প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে তারা দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসেন। ধর্নায় বসা ছাত্রছাত্রীদের দাবি, অবিলম্বে তাদের প্রাপ্য স্কলারশিপের অর্থ প্রদান করতে হবে, নইলে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই ঘটনায় শিক্ষা মহলেও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

আগাম প্রস্তুতির উপর গুরুত্বারোপ মুখ্যসচিবের

পেট্রোপণ্য সহ নিত্য সামগ্রী সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে রাজ্যস্তরীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ ।। রাজ্যে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহার সভাপতিত্বে এক রাজ্যস্তরীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব এবং আধিকারিকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশেষ করে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের কোনও সংকট নেই। যদিও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু সমস্যার খবর সামনে এসেছে। তবে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

তিনি আগাম প্রস্তুতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, যে কোনও সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে। কতিপয় সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো বা বিভ্রান্তিমূলক খবর এড়িয়ে চলার পাশাপাশি সঠিক তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কোনও অবস্থাতেই যাতে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি না হয় সে বিষয়েও তিনি সকলকে সচেতন করার আহ্বান জানান।

বৈঠকে মুখ্যসচিব বলেন, রাজ্যের কোথাও কোনও সমস্যার উদ্ভব হলে তা দ্রুত তদারকি করে অবিলম্বে সমাধান করতে হবে। একই সঙ্গে কালোবাজারি কিংবা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহে যেন কোনও ধরনের বিঘ্ন না ঘটে এবং সাধারণ মানুষের যেন কোনও সমস্যা না হয় সে বিষয়ে নজরদারি আরও জোরদার করতে মুখ্যসচিব নির্দেশ দেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক সহ টি.এন.জি.সি.এল. - এর আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিচয় গোপন রেখে প্রেম!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ ।। ধর্মীয় পরিচয় গোপন রেখে এক নাবালিকা কিশোরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে সত্যতা প্রকাশ পেয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে ওই যুবক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, অভিযুক্ত যুবক নিজেকে হিন্দু পরিচয় দিয়ে 'আকাশ দাস' নামে পরিচয় দেয় এবং তার নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সম্পর্কের সময় বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও সংগ্রহ করে রাখে সে।

পরবর্তীতে কিশোরী জানতে পারে, যুবকটি ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়ের। এরপর সে সম্পর্ক থেকে সরে আসতে চাইলে অভিযুক্ত তাকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ও উপনির্বাচনে নিরাপত্তা ব্যাবস্থা নিয়ে ডিজিপি'র উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ।। টিটিএএডিসি-এর সাধারণ নির্বাচন ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে সোমবার পুলিশ সদর দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন ডিজিপি অনুরাগ ধনকর।

উল্লেখ্য, রবিবার রাতে মহারাণীপুর এলাকায় ত্রিপুরার জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার গাড়িতে হামলার ঘটনায় দুই বিজেপি কর্মী আহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে।

ত্রিপুরা পুলিশের তরফে এক ফেসবুক পোস্টে জানানো হয়েছে,

সোমবার (৩০ মার্চ ২০২৬) ডিজিপি অনুরাগ, আইপিএস, হাইব্রিড মোডে রাজ্যের সব সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক, জেলা পুলিশ সুপার (এসপি), টিএসআর ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট এবং এসডিপিওদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচন ও উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সামগ্রিক নির্বাচন প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করা হয়।

রাজ্যে মোট ১,২৫৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৩১১টিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর (হাই সেনসিটিভ) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আরও ৬৯৩টি কেন্দ্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ভোটের দিন প্রায় ১১ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর জওয়ান মোতায়েন করা হতে পারে।

অন্যদিকে, বামফ্রন্ট ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছে, যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও অসম-সহ আরও পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন ঘিরে রাজ্যে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

ভিভিপ্যাট ছাড়া ইভিএম ব্যবহারের বিরোধীতা, কমিশনের কাছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ ।। আসন্ন প্রান্তে ইভিএমের কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং টিটিএএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ইভিএম বহু বিশেষজ্ঞ এর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দিল সিপিআই(এম)। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে এই স্মারকলিপি পেশ করেন দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি লেখেন, বিভিন্ন রিটার্নিং অফিসারদের মাধ্যমে পরিচালিত ইভিএমের ফার্স লেভেল চেকিং (এফএলসি) থেকে জানা যাচ্ছে, ভিভিপ্যাট (ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল) ছাড়া পুরনো ইভিএম মেশিন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিপিআই(এম) জানায়, দেশের বিভিন্ন ভিভিপ্যাট যুক্ত থাকলেই ভোটারদের আস্থা বাড়ে বলেও দাবি করা হয়।

এছাড়াও তিনি ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার একটি মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। অভিযোগ, ২৮ মার্চ খোয়াই মহকুমা বাচাইবাড়ি কমিউনিটি হলে এক নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন, যে কেউ তিপ্রা মথাকে ভোট দেবে, তা বিজেপির পক্ষেই যাবে। এই মন্তব্যকে বিভ্রান্তিকর ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী বলে দাবি করেছেন তিনি। নির্বাচনের অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ পরিবেশ নিশ্চিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সবজি ব্যবসায়ীর উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমা। এক সবজি ব্যবসায়ীর উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, দশদা ব্লকের গৌরীশংকর রোড এলাকার বাসিন্দা প্রায় ৬০ বছর বয়সী অশ্বিনী শুক্ল বৈদ্য প্রতিদিনের মতোই কম্বল টিলা এলাকায় তাঁর সবজির দোকান বন্ধ করে গতকাল রাত আনুমানিক ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পিছন থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষ্কৃতিকারীরা। মুখ বেঁধে ও হাত-পা বেঁধে তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন তিনি। তাঁর আর্তনাদ শুনে স্থানীয় পথচারীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে প্রথমে দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ ।। গোমতী জেলার কাকড়াবান থানার অন্তর্গত শিলঘাটি জুমিয়াটিলা এলাকায় এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষক মঞ্জিল হোসেন (৩০), তিনি কিল্লা ব্লকের রাতুয়াচড়া এস বি স্কুলে কর্মরত। স্থানীয়ভাবে তিনি বহু ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট টিউশন করান বলেও জানা গেছে। অভিযোগ, পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁস করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগাম ছড়িয়ে দেন।

সূত্রের খবর, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি নন-বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল দুপুর ১টায়। প্রশ্নপত্র নোয়াবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে বিতরণ করা হয়। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, পরীক্ষার প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে অভিযুক্ত শিক্ষক মোবাইলের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্নপত্র ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেন। এই ঘটনায় এক সচেতন অভিভাবক কাকড়াবান থানায় লিখিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিতার সাথে বিবাদ, ছাত্রের নম্বর কমিয়ে দেবার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ মার্চ।। স্কুল পড়ুয়া শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার গুরুতর অভিযোগ উঠে আসলো কাঞ্চনমালা এলাকা থেকে। অভিযোগ গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চন মালা গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন একটি সরকারি খাস জমিতে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বিবেক আলোক শিশু তীর্থ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনা করে আসছিল স্কুল কর্তৃপক্ষরা। এই বেসরকারি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় সোমবার সকালে।

এদিন সকালে একই এলাকার রাজিব ভট্টাচার্য এর ছেলে শিভম ভট্টাচার্য পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় কিন্তু তাতে দেখা যায় সে ক্লাসের তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, যেখানে তার প্রথম স্থান অধিকার করার কথা ছিল। এই ফলাফল দেখে শিবম ভট্টাচার্যের অভিভাবকদের মনে সন্দেহ জাগে, আর তখনই তারা স্কুলে এসে সব কিছু খতিয়ে দেখার পর আসল রহস্য উদঘাটন হয়। শিশুটি সর্বমোট নম্বর পেয়েছিল ৬৫১.৫ আর সেই জায়গায় তার মার্কশিটে দেওয়া হয় ৫৮৮.৫।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ লাখের ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ ।। মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল বোধজংনগর থানার পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বোধজংনগর থানার ওসি প্রশান্ত দে জানান, সাতমুখিয়া এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন একটি অটো রিকশাকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রায় ৮ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় অটোচালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃতদের মধ্যে একজন আড়ালিয়া এলাকার বাসিন্দা এবং অন্যজন সিপাহিজলা জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ তাদের আটক করে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। সোমবার অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 31-03-2026, 00:55

জাগরণ
আগরতলা,৩১ মার্চ, ২০২৬ ইং
১৬ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

একজোট হওয়ার আর্জি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে ”একজোট হওয়ার” বা ”একতা” বজায় রাখিবার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়টি মূলত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি ডাক।মোদি সাধারণত যেসব প্রেক্ষাপটে এই ধরনের আরজি জানান, তার কয়েকটি মূল দিক হলো:বর্তমান বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি (যেমন বিভিন্ন যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক মন্দা) অত্যন্ত জটিল। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলেন যে, এই ”কঠিন সময়ে” বিভাজন না বাড়াইয়া শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিশ্বকে এক হইতে হইবে। তিনি প্রায়ই ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ (বিশ্বই এক পরিবার) দর্শনের কথা মনে করাইয়া দেন।দেশের ভেতরে কোনো বড় সংকট (যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিমারি বা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ) দেখা দিলে তিনি দেশবাসীকে রাজনৈতিক মতভেদ ভুলিয়া একজোট হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁহার মতে, ১৪০ কোটি ভারতীয় একজোট থাকিলে যেকোনো বড় বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।তাঁহার এই স্লোগানের মূল ভিত্তিই হইলো একতা। উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছিয়া দিতে এবং দেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করিতে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করিবার অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বলেন, ’একতা ছাড়া কোনো জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের বৈচিত্র্যই আমাদের শক্তি, এবং কঠিন সময়ে এই শক্তিকেই ব্যবহার করিতে হইবে।’

ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধের জেরে জ্বলছে পশ্চিম এশিয়া। হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ার জেরে বিশ্বজুড়িয়া জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হইয়াছে। প্রভাব পড়িয়াছে ভারতেও। ইতিমধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম অনেকটাই বাড়িয়াছে। তারপর উপর জ্বালানি সংকটের আঁচও পড়িয়াছে। এহেন পরিস্থিতিতে দেশবাসী সতর্ক থাকিবার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়দের সবরকম সাহায্য করিবার জন্য উপসাগরীয় দেশগুলিকে ধন্যবাদও জানাইয়াছেন তিনি। রবিবার ১৩২তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, ‘এটি নিঃসন্দেহে কঠিন সময়। এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করিবার জন্য দেশের ১৪০ কোটি মানুষকে একজোট হওয়ার আরজি জানাইতেছি। আপনাদের সতর্ক থাকিতে বলিতেছি। কোনোরকম গুজবের শিকার হইবেন না।’ এই প্রসঙ্গে নাম না করিয়া বিরোধীদের খোঁচা দিতে ছাড়েননি মোদি। তিনি বলিয়াছেন, যাঁহারা এই ইস্যুতে রাজনীতি করিতেছেন, তাঁহাদের এই প্রবণতা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এরসঙ্গে জড়াইয়ায়ে রহিয়াছে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের স্বার্থ। এক্ষেত্রে স্বার্থপর রাজনীতির কোনও জায়গা নাই। মোদি আরও বলেন, ‘গত একমাস ধরিয়া আমাদের পার্শবর্তী অঞ্চলে এক ভায়বহ যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের পরিবারের সদস্যরা কর্মরত। বিশেষ করিয়া উপসাগরীয় দেশে। সেখানে বসবাসকারী ১ কোটির বেশি ভারতীয়দের সাহায্য করিবার জন্য উপসাগরীয় দেশগুলির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।’

জয় অব্যাহত শতদল সঙ্ঘের সংহতিকে উড়িয়ে শীর্ষে ভিকিরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল শতদল সঙ্ঘ। সোমবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল তারা। এই জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল শতদল। এটি টুর্নামেন্টে তাদের টানা ষষ্ঠ জয়। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সংহতি ক্লাব। কিন্তু শতদল সঙ্ঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় তারা। ৩৯.৪ ওভারে মাত্র ১৩৪ রানেই গুটিয়ে যায় সংহতির ইনিংস। দলের পক্ষে রাহুল হোসেন সর্বোচ্চ ৩৯ রান (৫৭ বল) করলেও অন্য কোনো ব্যাটার ক্রিজে থিতু হতে পারেননি।প্রলয় দাস: ১.৪ ওভারে ৫ রান দিয়ে ২ উইকেট।ওঙ্কার যাদব: ৩ ওভারে ১০ রান দিয়ে ২ উইকেট।ভিকি সাহা: ৯ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ১ উইকেট।১৩৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৬.২ ওভারেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় শতদল সঙ্ঘ। ওপেনার তন্ময় ঘোষ ৪৪ বলে ৫৮ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলেন (৮টি চার ও ২টি ছক্কা)। অন্যদিকে, আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকা দীপজয় দেব ৪০ বলে ৪৬ রান করে জয়ের পথ প্রশস্ত করেন। ওঙ্কার যাদব ১১ বলে ১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। সংহতির পক্ষে সম্রাট বিশ্বাস ও রোহিত ভৌমিক ১টি করে উইকেট নিলেও তা পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না।অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন দীপজয় দেব।পরপর বড় জয় এবং পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকায় টুর্নামেন্টের খেতাব জয়ের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল শতদল সঙ্ঘ। দলের এই ধারাবাহিক সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কর্মকর্তা ও সমর্থকরা।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ব্লাড মাউথকে হারিয়ে ২য় শীর্ষে জয়নগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগে এক রোমাঞ্চকর জয়ের সাক্ষী থাকল টিআইটি গ্রাউন্ড। সোমবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে মাত্র ৩ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। এই জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জয়নগর।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। ওপেনার নিরুপম সেনের লড়াকু ৮৫ রানের (১০৮ বল, ১০টি চার ও ১টি ছক্কা) ওপর ভর করে ৪৬.১ ওভারে ২০১ রানে অল-আউট হয় জয়নগর। ব্লাড মাউথের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারালেও নিরুপম এক প্রান্ত আগলে রেখে দলকে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেন।ব্লাড মাউথের সফল বোলার:দীপ্তানু চক্রবর্তী: ৮.১ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট।বৎসল সিং: ১০ ওভারে ৪৩ রান দিয়ে ২ উইকেট।২০২ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলের হয়ে বৎসল সিং ৮৫ বলে ৬৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। মিডল অর্ডারে সেন্টু সরকার (৪৪ বলে ৩৬ রান) তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রানেই থমকে যায় ব্লাড মাউথের ইনিংস। জয়নগরের বোলার সানি সিং ১০ ওভারে ৩২ রান খরচ করে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।অনবদ্য ব্যাটিংয়ের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন জয়নগরের নিরুপম সেন।পরপর দুটি ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। আগামী ম্যাচগুলোতে এই ফর্ম ধরে রাখাই এখন লক্ষ্য নিরুপম-সানিদের।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেভাবে আমাদের ধ্বংস করতে পারে

স্টিফেন হকিং থেকে শুরু করে ইলন মাস্ক- বিশ্বের শীর্ষ কয়েকজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এটি একসময় হয়তো মানব প্রজাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু নতুন একটি বইতে বলা হচ্ছে, রোবট আসলে নিজে থেকে সচেতন হয়ে উঠছে না বা তাদের মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধে কোন মনোভাব তৈরি করছে না, যেটি মানুষের জন্য ভয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু আসলে এসব যন্ত্রের জন্য নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এগুলো এতোটাই দক্ষ হয়ে উঠছে যে, হয়তো দুর্ঘটনাবশত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের ভুল কোন কাজে লাগানোর মাধ্যমেই আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে। ‘‘হিউম্যান কম্প্যাটিবল: এআই এন্ড দি প্রবলেম অব কন্টোল’’ নামের বইটি লিখেছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টুর্ট রাসেল, যিনি আধুনিক যন্ত্র সক্ষমতা প্রযুক্তির ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বিবিসিকে বলেছেন, “ হলিউডের সিনেমায় দেখানো হয় যে, যন্ত্রগুলো নিজে থেকেই সচেতন হয়ে উঠছে এবং তারপরে তারা মানুষকে ঘৃণা করতে শুরু করে আর সবাইকে মেরে ফেলতে চায়।’’ কিন্তু রোবটের কোন মানবিক অনুভূতি থাকে না। সুতরাং সেটা একেবারেই অহেতুক একটা বিষয়, যা নিয়ে নিয়ে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। এখানে আসলে খারাপ মনোভাবের কোন ব্যাপার নেই। আমাদের আসলে তাদের দক্ষতার ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত’ ‘‘অত্যন্ত দক্ষ’’ বিবিসি টুডে অনুষ্ঠানে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি হুমকির একটি কল্পিত উদাহরণ তুলে ধরেন, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে তৈরি হতে পারে বলে মনে করেন। কল্পনা করুন যে, আমাদের একটি শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা আছে, যেটি বিশ্বের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সেটি ব্যবহার করে আমার প্রাক-শিল্প পর্যায়ের কার্বন ডাই-অক্সাইড মাত্রার আবহাওয়ায় ফিরে যেতে চাই। “তখন সেটি ঠিক করলো যে, এটা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে পৃথিবী থেকে সব মানুষকে সরিয়ে ফেলা, কারণ পৃথিবীতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের দিক থেকে মানুষই সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে, ”বলছেন অধ্যাপক রাসেল। “আপনি হয়তো বলতে চাইবেন, তুমি যা চাও সব কিছুই করতে পারবে, শুধুমাত্র মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না। তখন ওই সিস্টেম কী করবে? এটি তখন আমাদের সন্তান কম নেয়ার ব্যাপারে প্রভাবিত করবে, যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে মানুষ শেষ হয়ে যায়।’’ এই উদাহরণের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের বিপদের সেইসব দিক তুলে ধরা হয়েছে, যা মানুষ খুব চিন্তাভাবনা করে নির্দেশ না দিলে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। অতি বুদ্ধি যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ এক্সিসটেনশিয়াল রিস্কের তথ্য অনুসারে বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পদ্ধতিগুলো অ্যাপ্লিকেশন সীমাবদ্ধ, যেগুলোর নকশা করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট কোন সমস্যার সমাধান করার জন্য। এই খাতের একটি মাইলফলক মুহূর্ত আসে ১৯৯৭ সালে, যখন কম্পিউটার ডিপ ব্লু দাবায় তৎকালীন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভকে ছয়টি খেলার একটি ম্যাচে হারিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ডিপ ব্লুকে মানুষ বিশেষভাবে নকশা করেছিল দাবা খেলার জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে আবিষ্কৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে আর সে কথা বলা যাবে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আলফাগো জিরো সফটওয়্যার তিনদিন ধরে নিজের বিরুদ্ধেই “গো” (একটি বোর্ড গেম) খেলার পরে দক্ষতার দিক থেকে সুপার-হিউম্যান পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই পদ্ধতি যতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ততই এটি অতি বুদ্ধির অধিকারী হয়ে উঠবে। এটি হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের সক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যাবে,’’ বলছে এক্সিসটেনশিয়াল রিস্ক সেন্টার। আর এ কারণেই অধ্যাপক রাসেল বলছেন, মানুষের উচিত রোবট বা যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখা। “আমরা জানি না, আমরা কী চাই” তিনি বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যন্ত্রকে আরো বেশি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা কাজ ঠিক করে দেয়া এই সমস্যার সমাধান নয়। কারণ মানুষ নিজেরাই ঠিক মতো জানে না যে, এসব উদ্দেশ্য আসলে কী? “আমরা জানি না যে, কোন কিছু না ঘটা পর্যন্ত আসলে আমরা কোন কিছু পছন্দ করতে পারি না।” তিনি বলছেন। যে কারণে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করেছি, তার মূল ভিত্তিই আমাদের বদলে ফেলা উচিত তিনি বলছেন। তার মতে, রোবটকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঠিক করে দেয়া এবং সেটি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শিক্ষা নেয়ার মতো ধারণা থেকে সরে আসা উচিত। “বরং সিস্টেমটা এমন হওয়া উচিত যেন সেটি জানতে না পারে যে, আসলে সে কী উদ্দেশ্যে কাজ করছে।” “যখন আপনি এভাবে সিস্টেমটি পরিচালনা করবেন, তখন সেটি আসলে মানুষের থেকে পিছিয়ে থাকবে। তারা কোন কিছু করার আগে প্রশ্ন করতে শুরু করবে, কারণ যন্ত্র তখন আর নিশ্চিত হতে পারবে না যে, আপনি কী চাইছেন।” অধ্যাপক রাসেল বলছেন, বিশেষ করে তখন যন্ত্রগুলো নিজেদের গুটিয়ে রাখবে, কারণ সেগুলো এমন কিছু করতে চাইবে না, যা আপনি অপছন্দ করতে পারেন। বাতির দৈত্য “আমরা যে পদ্ধতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করেছি সেটি অনেকটা যেন বাতির ভেতরে থাকা দৈত্যের মতো। আপনি বাতি ঘষবেন, তখন দৈত্য বেরিয়ে আসবে আর আপনি বলবেন যে, আমি চাই এটা করা হোক।’’ বলছেন অধ্যাপক রাসেল “আর তখন যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, আপনি যা করতে বলবেন, সেটা ঠিক তাই করবে। আপনি যা চাইছিলেন, তাই পাবেন।” “এখন বাতির দৈত্যের সমস্যা হল, সেখানে তৃতীয় ইচ্ছার ব্যাপারটি থেকে যাচ্ছে। যদি বলেন প্রথম দুটো ইচ্ছা বাতিল করে আগের মতো করে দাও, কারণ আমরা আমাদের লক্ষ্য ভালোভাবে ঠিক করতে পারছি না।” “সুতরাং যদি একটি যন্ত্র এমন একটি উদ্দেশ্যে কাজ করতে শুরু করে, যা ঠিক নয়, তখন সেটি মানব সভ্যতার জন্য শত্রু হয়ে উঠতে পারে। যে শত্রু আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হবে।”।

গুপ্তচর হিসেবেও কাজ করেছিলেন অড্রে হেপবার্ন

ক্রিস্টোফার লু

অস্কারের জন্য পাঁচ বার মনোনীত হয়েছিলেন অড্রে হেপবার্ন। ‘‘রোমান হলিডে’’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী হিসেবে অস্কার জিতেছিলেন ১৯৫৩ সালে। ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে চলচ্চিত্র ও ফ্যাশন জগতের আইকন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বিশ্বের অসংখ্য মানুষের মন জয় করা এই অভিনেত্রীর জীবনের এমন একটা অধ্যায়ও ছিল যা অনেকেরই অজানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। নাৎসি দখলদারির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ডাচ প্রতিরোধ বাহিনীর জন্য অর্থ সংগ্রহের করতে ব্যালে মঞ্চস্থ করতেন এই অভিনেত্রী। তখন তিনি কেবল কিশোরী। বিবিসি রেডিও ৪-এর “হিস্ট্রিজ ইয়ংগেস্ট হিরোজ” শীর্ষক পডকাস্টে নিকোলা কফলান ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এমন সব তরুণদের গল্প বলছেন যারা বিশ্বকে পরিবর্তন করেছে। বিদ্রোহ, ঝুঁকি ও তরুণ শক্তির মিশেলের অসাধারণ সব গল্পের তালিকায় অড্রে হেপবার্নও স্থাপ পেয়েছেন। পরিবার ও শৈশব মিজ হেপবার্নের জন্ম ১৯২৯ সালে ব্রাসেলসে। ডাচ ব্যারোনেস এলা ভ্যান হেমস্ট্রা এবং ব্রিটিশ-অস্ট্রিয়ান ব্যবসায়ী জোসেফ হেপবার্ন-রাস্টন দম্পতির ঘরে জন্ম হয় তার। লন্ডনে থাকা অবস্থায় তার বাবা-মা আকৃষ্ট হন ইহুদিবিদ্বেষী ও সহিংস সংগঠন ব্রিটিশ ইউনিয়ন অফ ফ্যাসিস্টস বা বিইউএফ নেতা ওসওয়াল্ড মোসলের প্রতি। নাৎসি জার্মানির মহিমার কথা উল্লেখ করে বিইউএফ এর ম্যাগাজিনের জন্য একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন এলা ভ্যান হিমস্ট্রা। অড্রে হেপবার্নের বয়স যখন ছয় বছর তখন তার বাবা জোসেফ হেপবার্ন রাস্টন বাড়ি ছাড়েন। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ‘‘বিদেশি ফ্যাসিবাদীদের সহযোগী’’ হিসেবে ভূমিকা পালনের অভিযোগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টা ব্রিটিশ কারাগারে কেটেছিল তার। অড্রে হেপবার্ন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় রবার্ট ম্যাটজেনের লেখা ‘‘ডাচ গার্ল’’ বই থেকে। ‘‘হিস্ট্রিজ ইয়ংগেস্ট হিরোজ’’ পডকাস্টের জন্য এক সাক্ষাৎকারে ওই লেখককে অড্রে হেপবার্নের কনিষ্ঠ পুত্র লুকা ডটি বলেছিলেন, ‘একেবারে শিশু অবস্থাতেও উনি খুব মিশুক ছিলেন। হাসতেন, খেলতেন, অভিনয় করতেন। আমার নানা তাকে মজা করে “মাংকি পাজল” বলে ডাকতেন।’ অ্যাড্রে হেপবার্নের ছেলেবেলার বিষয়ে অনেক কথা উল্লেখ করেছেন লেখক রবার্ট ম্যাটজেন। তিনি বলেন, ‘অড্রের মা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ইংল্যান্ড বিশেষত কেন্ট তার জন্য ঠিক জায়গা নয়। কারণ জার্মানরা ফ্রান্সে ঢুকে পড়তে এবং ইংল্যান্ড আক্রমণ করতে পারে।’

নেদারল্যান্ডসে ফিরে আসা- ব্রিটিশ বোর্ডিং স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নেদারল্যান্ডসে পারিবারিক এস্টেটে চলে আসেন এলা। সেখানে অড্রে ভর্তি হন নাচের স্কুলে। আরো বেশি ডাচ প্রভাব আনসে তার নাম বদলে রাখা হয় অ্যাড্রিয়ান্টজে ভ্যান হেমস্ট্রা। তবে পরে অভিনয় জগতে প্রবেশ করার পর নিজের উপাধি হেপবার্নই ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন তিনি। নিজের মায়ের জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মি. ডটি জানান, নেদারল্যান্ডের জীবন অড্রের জন্য খুব সহজ ছিল না, তিনি ডাচ বলতে পারতেন না। একটা শব্দ না বুঝলেও তাকে ডাচ স্কুলে যেতে হচ্ছিলো। সেখানকার ছাত্ররা তাকে নিয়ে মজা করত। এদিকে এলা ভ্যান হিমস্ট্রা কিন্তু

অ্যাডলফ হিটলারকে খুব শ্রদ্ধা করতে আর বিশ্বাস করতেন, হিটলার কখনোই “তার” দেশকে আক্রমণ করবেন না। তবে হিটলার ১৯৪০ সালের মে মাসে নেদারল্যান্ডস আক্রমণ ও দখল করেন। মি. ম্যাটজেন সেই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন, ‘পূর্ব ফ্রন্ট তখন একটা অগ্নিকুণ্ডের মতো ছিল, সেখানে জরুরি সামগ্রী দ্রুত যোগান সম্ভব ছিল না। এদিকে নিজেদের সৈন্যবাহিনীর জন্য জার্মানদের খাবারের ও পোশাকের প্রয়োজন ছিল। এই সবকিছুই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল ডাচ ও জার্মানদের দখলে থাকা অন্যান্য দেশগুলো থেকে।’ বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন নাৎসিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নীতিগতভাবে নাৎসিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন অড্রে হেপবার্নের চাচা কাউন্ট অটো ভ্যান লিমবার্গ স্টিরাম। ১৯৪২ সালে একটা প্রতিরোধকারী গোষ্ঠী রটারডামের কাছে একটি জার্মান ট্রেন বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই ঘটনায় জড়িত না থাকার পরও গ্রেফতার করা হয় কাউন্ট লিমবার্গ স্টিরামকে।

নাৎসি এজেন্টরা তাকে ও আরো চারজনকে ধরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে এবং দেহগুলো মাটি চাপা দিয়ে আসে। চাচাকে বাবার মতোই ভালোবাসতেন অড্রে হেপবার্ন। এই হত্যাকাণ্ড তার মনের গভীরে দাগ ফেলে এবং তিনি একেবারে বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েন। লেখক রবার্ট ম্যাটজেন বলেছেন, ‘এই হত্যাকাণ্ডটি জাতীয় স্তরের ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় এবং ডাচ জনগণের জন্য একটা মোড় ঘোরানো ঘটনা ছিল এটি।’ যদিও অড্রে হেপবার্নের পরিবার অবস্থাসম্পন্ন ছিল, কিন্তু নাৎসিরা খাদ্য ও সম্পদ নেদারল্যান্ডস থেকে সরিয়ে নিতে থাকায় এর প্রভাব পড়ে তার পরিবারের ওপর। হেমস্ট্রা পরিবার দারুণ অভাবে পড়ে যায়। অড্রে হেপবার্নের বয়স যখন ১৫ বছর, তখন তাকে একটা শর্ত দেওয়া হয়। নাৎসি শিল্পীদের ইউনিয়ন ‘‘কাল্টরকামার’’-এ যোগ দিতে হবে অথবা প্রকাশ্যে নাচ করা ছেড়ে দিতে বলা হয় তাকে। খুব পছন্দের বিষয় হলেও প্রকাশ্যে নাচের পারফরম্যান্স ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। মি. ডটির কথায়, ‘নাচের মাধ্যমে তিনি স্বপ্ন দেখতেন, উড়তেন, অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারতেন। তার কাছে বাস্তব থেকে পালিয়ে বাঁচার উপায় ছিল এই নাচ।’ তবে নাচ তিনি আসলে ছাড়েননি। করতেন লুকিয়ে। সেফ হাউসের পর্দা নামিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে নাচ করতেন যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়। লুকিয়ে আয়োজন করা ব্যালে অনুষ্ঠানে মৃদু সুরে পিয়ানো বাজানো হতো। কেউ হাততালি দিতে পারতেন না। সব শেষে অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা অর্থ ব্যবহার করা হতো নাৎসিদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা প্রতিরোধ বাহিনীর কাজকর্মের জন্য।

ব্যালেরিনা থেকে গুপ্তচর ১৯৪৪ সালের বসন্তে হেনড্রিক ভিসোর হুফ নামে এক চিকিৎসকের সহকারী হিসেবে কাজ করা শুরু করেন অড্রে হেপবার্ন, যিনি প্রতিরোধ যোদ্ধা দলের সদস্য ছিলেন। তার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতেন অড্রে। যদিও এলার মা ব্যাপকভাবে নাৎসিদের সহযোগী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মি. হুফের সাঙ্ঘাতিকভাবে অড্রে হেপবার্নের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, নাৎসিদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষকে সাহায্য করা। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য যতটা বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন তার ঠিক ততটাই ভরসা ছিল মিজ হেপবার্নের ওপর। ঘটনাটা ১৯৪৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের। তখন গীর্জায় ছিলেন মিজ হেপবার্ন। সেই সময় হঠাৎই ইঞ্জিনের তীব্র আওয়াজ শোনা যায়। ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে ‘‘অপারেশন মার্কেট গার্ডেন’’ যা ছিল রাইন নদীর ওপর বিস্তৃত নয়টা সেতু দখল করার জন্য মিত্র বাহিনীর একটা পরিকল্পনা। এক ছুটে বাইরে এসে অড্রে হেপবার্ন দেখেন মিত্র বাহিনীর হাজার হাজার সেনা প্যারাসুটের সাহায্যে ভাসছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, নাৎসিদের দু'টো সাঁজোয়া ওই অঞ্চলে আবার অবস্থান নিচ্ছিল। এলা ভ্যান হিমস্ট্রাসের বাড়ির সামনে নাৎসি ট্যাংক চলাচল করতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালীন অড্রে হেপবার্ন ও তার পরিবার নয় দিন সেলারে লুকিয়ে ছিলেন। যখন তারা বাইরে আসেন, তখন খবর আসে নাৎসিরা জিতেছে।

কাছাকাছি ভবন থেকে মানুষের চিৎকার ভেসে আসে তার কানে। সেখানে নাৎসিদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা ডাচ প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যদের নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছিল। জার্মানির উদ্দেশে রওনা হওয়া মিত্রবাহিনীর বৈমানিকরা নেদারল্যান্ডসে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় অড্রে হেপবার্নকে দিয়ে তাদের কাছে খবর পাঠাতেন চিকিৎসক হুফ। এক ব্রিটিশ প্যারাট্রুপারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অড্রে হেপবার্নকে জঙ্গলে পাঠিয়েছিলেন ডাক্তার হুফ। অড্রে তার মোজার মধ্যে লুকিয়ে নেন সাংকেতিক বার্তা। বৈঠকের পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি লক্ষ্য করেন, তার দিকে ডাচ পুলিশ এগিয়ে আসছে। এটা দেখে হঠাৎ করে ঝুঁকে বুনো ফুল কুড়াতে শুরু করেন তিনি। তারপর মোহময়ী ভিঙ্গিতে তা পুলিশককর্মীদের দিকে এগিয়ে দেন। মিজ হেপবার্নকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে আর বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করেনি তারা। এরপর থেকে নাৎসিদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ বাহিনীর জন্য প্রায়শই বার্তা বহন করতেন তিনি। মায়ের বিষয়ে মি. ডটি বলেছেন, ‘উনি ভীষণভাবে বিশ্বাস করতেন, যখন ভালো আর মন্দের মধ্যে যুদ্ধ চলে তখন আপনাকে কোনও একটা পক্ষকে বেছে নিতেই হবে।’ সেই সময় নাৎসিদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠা অড্রে হেপবার্নের মতো কিশোর-কিশোরীদের কথা উল্লেখ করেছেন মি. ম্যাটজেন। তিনি জানিয়েছেন, নাৎসিরা তেমন গুরুত্ব সহকারে নিত না এই ‘‘বাচ্চাদের’’। আচরণটা ছিল অনেকটা এমন- আমার পথ থেকে সরে যাও বাছা! আর সেটা চোখ এড়ায়নি প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যদের। এটাকেই কাজে লাগায় ডাচরা।

তীব্র খাদ্য সংকট-১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট আসে যে প্রতি সপ্তাহে পাঁচশোর মতো ডাচ অনাহারে মারা যাচ্ছেন। অন্য অনেকের মতোই অড্রে হেপবার্ন ও তার পরিবারও তীব্র খাদ্য সংকটে ভুগছিলেন। তিনি রক্তশূন্যতা, জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থাতেই তার বাড়ির দোরগোড়ায় আবার ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। অড্রে হেপবার্ন ও তার পরিবারের সদস্যরা তিন সপ্তাহ ধরে সেলারে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ সালের ১৬ এপ্রিল পরিবেশ ঠান্ডা হয়। যুদ্ধ শেষ হয়েছে এটা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন নাকে তামাকের গন্ধ পেয়ে, কারণ যুদ্ধের সময় নেদারল্যান্ডসে অসম্ভব ঘটনা ছিল এটা। সেলার থেকে বাইরে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজা খুলে দেখেন পাঁচজন কানাডিয়ান সৈন্য সিগারেট খাচ্ছেন। তাকে দেখতে পেয়েই সৈন্যরা মেশিনগান তাক করে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করেন মিজ হেপবার্ন। তার কথা শুনে একজন সৈন্য চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘আমরা শুধু একটা জনপদই স্বাধীন করিনি, আমরা এক ইংরেজ মেয়েকেও মুক্ত করেছি।’ পরবর্তীকালে মিজ হেপবার্ন তার ছেলেকে বলেছিলেন ফ্যাসিবাদের প্রতি সহানুভূতি থাকায় তিনি কখনই তার মাকে ক্ষমা করেননি। কী হয়েছিল যুদ্ধের পর? যুদ্ধ শেষে আবার লন্ডনে ফেরেন অড্রে হেপবার্ন। লন্ডনে “রাম্বার্ট স্কুল অফ ব্যালে অ্যান্ড কনটেম্পোরারি ডান্স”-এ বৃত্তি পান তিনি। তবে প্রতিভা থাকার পরও অপুষ্টির কারণে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। ব্যালেরিনা হওয়ার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই অভিনয়কে বেছে নেন তিনি। “ওয়েস্ট অ্যান্ড” থিয়েটারে কাজ শুরু করেন। ”দ্য ল্যাভেন্ডার” এবং “হিল মব”-এর মতো চলচ্চিত্রে ছোটখাটো ভূমিকাও পান। মুখ্যচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান ১৯৫৩ সালে “রোমান হলিডে” চলচ্চিত্রে। এই সিনেমাটি সমালোচনামূলক ও বাণিজ্যিক সাফল্য যেমন পায়, তাকে বিখ্যাতও করে তোলো। এতে অভিনয়ের জন্য তিনি অস্কার যেতেন। তার ঝুলিতে এমি, গ্র্যামি ও টনি পুরস্কারও আসে। পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে অভিনয় ছাড়াও জনহিতকর কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন অড্রে হেপবার্ন। তিনি ইউনিসেফের গুড উইল অ্যাম্বাসেডর ছিলেন। তার মৃত্যু হয় ১৯৯৩ সালে। লেখক ম্যাটজেন বলেছেন, ‘যুদ্ধের সাক্ষী থাকা এবং নানান পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়ার ফলে অড্রের ইন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। আর তার অভিজ্ঞতার কারণে যে কোনো চরিত্রকেই সহজে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তিনি।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

30-03-26.pmd 1 30-03-2026, 22:43

গরমের তৃপ্তি মেটাতে বাজারে এলো সুস্বাদু আনারস। ছবি নিজস্ব।

কেরল জোট বিতর্কে মোদিকে আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার পশ্চিম এশিয়া সংকট নিয়ে আলোচনার দাবি

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): কেরলের রাজনৈতিক জোট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদরা। সোমবার তিনি বলেন, কেরলের মানুষ রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং "সত্যিটা সবাই জানে।"

কেরলের ওয়ায়ানাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, "কেরলের মানুষ জানে কার সঙ্গে কার গোপন জোট রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যা-ই বলুন না কেন, সত্যিটা মানুষের অজানা নয়।"

এছাড়াও তিনি পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি জানান। তাঁর কথায়, "পশ্চিম এশিয়ায় যে যুদ্ধ চলছে, তা নিয়ে আলোচনা জরুরি। দেশের মানুষ আজ নানা সংকটে ভুগছে। গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে, আরও নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছেএই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।"

একই সুরে কংগ্রেস সাংসদ মণিকম ঠাকুর বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ)-এর সঙ্গে বিজেপির 'গোপন সমঝোতা' রয়েছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা কে. সুরেশ দাবি করেন, কেরলের নির্বাচনী পরিবেশ ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর পক্ষে রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, "১৪০টির মধ্যে ১০০টি আসনে জিতবে ইউডিএফ।"

প্রসঙ্গত, এর আগেই কেরল সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এলডিএফ ও ইউডিএফউভয়কেই আক্রমণ করে দাবি করেছিলেন, তারা রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং "কেরল পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত।"

এই পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে কেরলের রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। বিজেপি যেখানে রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে, সেখানে এলডিএফ ও ইউডিএফ-এর মধ্যে ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্বের মধ্যেই নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

পাকিস্তানে প্রবল বৃষ্টিতে ছাদ ধসে মৃত্যু ১৭, আহত অন্তত ৫৬

ইসলামাবাদ, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে প্রবল বৃষ্টির জেরে একাধিক জায়গায় ছাদ ও দেওয়াল ধসে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৪ জনই শিশু। আহত হয়েছেন আরও ৫৬ জন। প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-এর রিপোর্টে সোমবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বান্নু জেলায়, যেখানে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছেএর মধ্যে ৭ জন শিশু এবং এক মহিলা। এছাড়া এখানে ৪২ জন আহত হয়েছেন।

অ্যাবোটাবাদ-এ ৫ জন (৪ শিশু-সহ) প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া কোহাত-এ ২ জন, উত্তর ওয়াজিরিস্তান-এ ১ জন এবং ব্যাটগ্রাম-এ এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, টানা বৃষ্টিতে অন্তত ১১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি বান্নুতে। বিভিন্ন এলাকায় ছাদ ধসের একাধিক ঘটনা ঘটেছে।

বান্নুর দাদ কাচলট এলাকায় একটি বাড়ির ছাদ ধসে ৯ বছরের আসিফ, ৬ বছরের উমরাহ এবং ৩ বছরের জাভেরিয়াএই তিন শিশুর মৃত্যু হয়। কোটকা গুলাম কাদির এলাকায় একটি কমিউনিটি সেন্টারের বারান্দার ছাদ ধসে ২ জনের মৃত্যু এবং ৩৯ জন আহত হন।

মামা খেল এলাকায় বাড়ির দেওয়াল ধসে ২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, আর শামদি খেল এলাকায় ঘরের ছাদ ভেঙে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

কোহাটের গুমবাট এলাকায় ভারী বৃষ্টির সময় একটি ঘরের ছাদ ধসে ২ শিশুর মৃত্যু হয়।

অ্যাবোটাবাদের হাভেলিয়ান তহসিলের খৈতার হাজিয়া গলিতে একটি ঘরের ছাদ ধসে ৫ জন প্রাণ হারান।

উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালাচ্ছে প্রশাসন। দুর্গত এলাকাগুলিতে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া লাক্কি মারওয়াত-এ ছাদ ধসে আহত দুই শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নওশেরা-তেও বাড়ির ছাদ ধসে ৪ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

রাজ্যসভায় ইন্ডিয়া জোটকে তোপ নাড্ডার তুষ্টিকরণের রাজনীতির অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): রাজ্যসভায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা। সোমবার উচ্চকক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী জোটের গণতন্ত্র, সংসদীয় শালীনতা বা গঠনমূলক আলোচনার প্রতি কোনও প্রতিশ্রুতি নেই।

নাড্ডা বলেন, "দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিরোধী জোটের গণতন্ত্রে কোনও আগ্রহ নেই, সংসদীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার ইচ্ছাও নেই, এমনকি কোনও বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার মানসিকতাও নেই। সংবিধান মেনেও তারা চলতে চায় না।"

বিজেপি সভাপতি নাড্ডা আরও অভিযোগ করেন, ইন্ডিয়া জোট শুধুমাত্র তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে রাজনীতি করছে। তাঁর দাবি, এই প্রবণতা সমাজকে বিভক্ত করছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবেশকে দূষিত করছে।

এই মন্তব্যের জেরে রাজ্যসভায় তুমুল হট্টগোল শুরু হয় এবং বিরোধী সদস্যরা প্রতিবাদে সরব হন।

কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে নাড্ডা কটাক্ষ করে বলেন, "আমি এই তুষ্টিকরণের রাজনীতির নিন্দা করছি। আশা করি, কংগ্রেস কোনও অপরিণত শিশুর হাতে বন্দি হয়ে থাকবে না।"

অন্যদিকে, নাড্ডার এই অভিযোগের জবাবে কংগ্রেস নেতারা পাল্টা আক্রমণ শানান। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু থেকে নজর ঘোরাতে এই ধরনের রাজনৈতিক আক্রমণ করছে এবং সংসদে অর্থবহ আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, তারা সংবিধানিক মূল্যবোধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনে বিশ্বাসী এবং বিজেপি নির্বাচনের আগে ভোটারদের মেরুকরণ করতে এই ধরনের মন্তব্য করছে।

আসন্ন নির্বাচনের আগে বিজেপি ও ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে এই বাকযুদ্ধ রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরে ব্যাসপূজা

আগরতলা, ৩০মার্চ। রবিবার আশ্রম চৌমুহনীস্থিত ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরে ধুমধামের সহিত পালিত হল ইসকন জি.বি.সি তথা ইসকনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী ও গুরু শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের ৭৭তম আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব। এইদিন এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজ বর্তমানে ইসকনের সর্বোচ্চ পদ জিবিসি সামলাচ্ছেন। সেই সাথে ইনি ইসকন শ্রীধাম মায়াপুরের ডাইরেক্টর পদেও সেবা প্রদান করছেন। তাছাড়া তিনি ইসকন নামহট্টের বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী। এছাড়াও তিনি ইসকনের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে পুরো বিশ্বে ওনার প্রায় লক্ষাধিক শিষ্য রয়েছে। গত বছর তিনি একটি বৈশ্বিক সংস্থার দ্বারা "হিন্দুরত্ন" সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সত্তরের দশকে তিনি সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য আমেরিকা থেকে ভারতে চলে আসেন। পরে ১৯৭৮ সালে তিনি প্রভুপাদের নির্দেশনায় ভারতীয় নাগরিকতা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ভারতসহ বিশ্বব্যাপী সনাতন ধর্মের প্রচারে নিজের জীবন উৎসর্গ করে চলছেন।

দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে পরিবারকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত সুরক্ষা বন্ধন লাইফের

আগরতলা: ৩০ মার্চ: ভারতে গত এক দশকে নিরাপত্তা খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। যেমন, ভারতীয় রেলের সেফটি বাজেট ২০১৩---১৪ সালের ৩৯,৪৬৩ কোটি টাকা থেকে ২০২৫---২৬ সালে ১,১৬,৪৭০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একই সঙ্গে ট্রেন দুর্ঘটনা কমে ২০১৪---১৫ সালের ১৩৫ থেকে ২০২৫---২৬ সালে ১১-এ নেমে এসেছে। তবুও ঝুঁকি রয়ে গেছে, ২০২৩ সালে রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২১,৮০৩ জন, এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী। ২০০১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত পদদলিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩,০০০-এরও বেশি মানুষের। এই প্রেক্ষাপটে বন্ধন লাইফ সম্প্রতি চালু করেছে "লিঙ্কড এনহ্যান্সড অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ বেনিফিট রাইডার", যা মূল পলিসির সঙ্গে যুক্ত একটি অতিরিক্ত সুরক্ষা সুবিধা। এই রাইডারের মাধ্যমে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে নমিনিরা অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা পান। ট্রেন বা বিমান দুর্ঘটনা, বড় জনসমাগমে পদদলন বা অগ্নিকাণ্ডের মতো পরিস্থিতিও এর আওতায় পড়ে। রাইডারটি দুটি বিকল্পে পাওয়া যায়প্রিমিয়াম ও ক্লাসিক। প্রিমিয়াম অপশনে সর্বোচ্চ ৩০০ পর্যন্ত বেনিফিট পাওয়া যায়, আর ক্লাসিক অপশনে মূল বিমার ১ থেকে ৩ গুণ পর্যন্ত কভার, সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা। তাছাড়া পলিসির মেয়াদে রাইডার যোগ বা বাদ দেওয়ার সুবিধাও রয়েছে। ১০ লক্ষ টাকার কভারের জন্য মাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে এই সুবিধা শুরু করা যায়, যা বর্তমানে ইনভেস্ট আলটিমা প্ল্যানে উপলব্ধ। বন্ধন লাইফের চিফ প্রোডাক্ট এন্ড মার্কেটিং অফিসার মনীষ মিশ্র বলেন, এটি সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য ও বাস্তব ঝুঁকির বিরুদ্ধে কার্যকর আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য 'হোম ভোটিং' চালু করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচনকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। ৮৫ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য 'হোম ভোটিং'-এর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ২.৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে বাড়ি থেকেই ভোট দিতে পারবেন।

ইসিআই-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই সুবিধা পাবেন ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ভোটার এবং নির্বাচনী তালিকায় চিহ্নিত প্রতিবন্ধী ভোটাররা। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হবে অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়। এছাড়াও ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচন রয়েছে। অসম, কেরল ও পুদুচেরিতে ভোটগ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল ২০২৬।

আইন অনুযায়ী, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৬০(সি) ধারার অধীনে এই হোম ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যোগ্য ভোটারদের বিজ্ঞপ্তি জারির পাঁচ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে আবেদন করতে হবে।

ইসিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, কেরল, অসম ও পুদুচেরিতে মোট ১,৬৭,৩৬১ জন ৮৫ উর্ধ্ব ভোটার এই সুবিধার জন্য অনুমোদিত হয়েছেন। এর মধ্যে কেরলে ১,৪৫,৫২১ জন, অসমে ১৯,৭৭৪ জন এবং পুদুচেরিতে ২,০৬৬ জন রয়েছেন।

শতাংশের হিসাবে কেরলে ৭১.২৭ শতাংশ, অসমে ১৯.৩২ শতাংশ এবং পুদুচেরিতে ৩৪.৩১ শতাংশ প্রবীণ ভোটার এই সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া ৭০,৪৯৯ জন প্রতিবন্ধী ভোটারও হোম ভোটিংয়ের জন্য অনুমোদিত হয়েছেন। এর মধ্যে কেরলে ৬২,২৪০ জন, অসমে ৬,৬৩৮ জন এবং পুদুচেরিতে ১,৬২১ জন রয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটগ্রহণকারী দল আগাম ভোটারদের বাড়িতে যাওয়ার সময়সূচি জানাবে। নিরাপত্তারক্ষী-সহ নির্বাচনী কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পুরো প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করা হবে, যদিও গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।

ইতিমধ্যেই কেরল, অসম ও পুদুচেরিতে হোম ভোটিংয়ের প্রথম দফা শুরু হয়েছে, যা ৫ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে। প্রথম দফায় অনুপস্থিত ভোটারদের জন্য দ্বিতীয় দফা আয়োজন করা হবে।

স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকেও হোম ভোটিংয়ে অংশগ্রহণকারী ভোটারদের তালিকা দেওয়া হবে এবং তারা প্রতিনিধিও পাঠাতে পারবে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে।

ইসিআই-এর মতে, এই উদ্যোগ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং নির্বাচনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে।

তুষারপাত ও ধসে বন্ধ রাস্তা জে-কে-তে ২২টি গাড়ির পর্যটক উদ্ধার

শ্রীনগর, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরে তুষারপাত ও ভূমিধসের জেরে বন্ধ হয়ে যায় বান্দিপোরা-গুরেজ সড়ক। তবে দ্রুত উদ্ধার অভিযানের ফলে ২২টি গাড়িতে থাকা পর্যটক ও যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বান্দিপোরা জেলা প্রশাসন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (মেড) এবং সীমান্ত সড়ক সংস্থা-এর যৌথ উদ্যোগে এই উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। ভারী তুষারপাত, কাদাধস এবং পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ায় বান্দিপোরা-গুরেজ রোড-এর একাধিক অংশ, বিশেষ করে রাজদান টপের কাছে, বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ২২টি গাড়িতে থাকা পর্যটক ও যাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়েন।

প্রবল হাওয়া ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। আটকে পড়া পর্যটকদের কাছ থেকে সাহায্যের বার্তা পাওয়ার পরই দ্রুত পদক্ষেপ করে প্রশাসন।

বান্দিপোরার ডেপুটি কমিশনার ইন্দু কানওয়াল চিব পুরো উদ্ধার প্রক্রিয়া তদারকি করেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই মেড ও ব্রো-র দল লাগাতার কাজ করে রাস্তা থেকে বরফ ও ধ্বংসাবশেষ সরায় এবং যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করে। এর ফলে আটকে পড়া সব গাড়িকে নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়।

উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তাও দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সমতলে টানা বৃষ্টি এবং পাহাড়ি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি তুষার পাতের ফলে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলতে পারে, এরপর ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।

অন্যদিকে গান্ডারবাল, অনন্তনাগ এবং কুপওয়ারা জেলায় তুষারধসের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাসিন্দাদের প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চাষিদের ১ এপ্রিল পর্যন্ত কৃষিকাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা নীতিন নবীনের বিহারের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ

পাটনা, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): বিহারের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মোড়। বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ব্যাংকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

বিজেপির বিহার সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি জানিয়েছেন, নীতিন নবীন ইতিমধ্যেই তাঁর ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন, যা শীঘ্রই বিধানসভার স্পিকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হবে। রবিবার ছুটি থাকায় প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়েছিল, তবে সোমবার তা সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।

ইস্তফার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তা দেন নীতিন নবীন। তিনি জানান, ২০০৬ সালে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়, যখন তাঁর বাবা প্রয়াত নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহার মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান।

তিনি উল্লেখ করেন, পরপর পাঁচবার ব্যাংকিপুরের মানুষ তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, যা তাঁর কাছে আশীর্বাদ এবং বড় দায়িত্ব ছিল। বিধায়ক হিসেবে তিনি সবসময় এলাকার উন্নয়ন ও জনস্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করেছেন বলে জানান।

নীতিন নবীন তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন দলের প্রবীণ নেতাদের পরামর্শ এবং দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-এর নেতৃত্বে বিহার সরকারের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

ইস্তফার ঘোষণা করে তিনি জানান, ব্যাংকিপুরের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে পদত্যাগ করলেও দলের নতুন দায়িত্বে থেকে মানুষের সেবা চালিয়ে যাবেন।

তিনি আরও বলেন, বিহারের মানুষ ও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট থাকবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' ও 'বিকশিত বিহার'-এর লক্ষ্য পূরণে তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন।

কৃষক ইস্যুতে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে ঘেরার প্রস্তুতি কংগ্রেসের

ভোপাল, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশে কৃষক সমস্যা নিয়ে বিজেপি সরকারকে আরও তীব্রভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে কংগ্রেস। বিশেষ করে রবি বিপণন বর্ষ ২০২৬-২৭-এ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য-এ গম ক্রয়ে বিলম্বকে কেন্দ্র করে আন্দোলন জোরদার করার পরিকল্পনা করছে দল।

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারী সোমবার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শিব কুমার শর্মা-র সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে কৃষকদের নানা সমস্যা, বিশেষ করে এমএসপি-তে গম ক্রয়ে দেরি নিয়ে আলোচনা হয়।

পাটওয়ারির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব-এর নেতৃত্বাধীন সরকার গম সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পাটের বস্তার ব্যবস্থা করতে পারেনি, যার ফলে ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুতেই বিলম্ব হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, এই দেরির কারণে বহু কৃষক আর্থিক চাপে পড়ে এমএসপি-র নিচে দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

পাটওয়ারি বলেন, "আমরা কৃষকদের সব সমস্যা তুলে ধরব এবং আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হব।"

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার জানিয়েছে, ১ এপ্রিল থেকে ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ভোপাল ও নর্মদাপুরম বিভাগে এমএসপি-তে গম ক্রয় শুরু হবে। জবলপুর, গ্বালিয়র, রেওয়া, শাহডোল, চম্বল ও সাগর বিভাগে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে ৭ এপ্রিল থেকে।

চলতি বছরে গমের এমএসপি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কুইন্টালে ২,৬২৫ টাকা, যার মধ্যে ৪০ টাকা বোনাস অন্তর্ভুক্ত। ইতিমধ্যেই ১৯ লক্ষেরও বেশি কৃষক এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

গম সংগ্রহ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার একটি মন্ত্রিসভা কমিটিও গঠন করেছে, যা নিয়মিত বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীকে সুপারিশ দেবে।

এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশে কৃষক ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আগরতলা দশমীঘাটে বিসর্জনের পর বিসর্জনঘাটগুলি অপরিষ্কার থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিদেশি ফল স্টার আপেল

স্টার আপেল গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল। এটি মূলত সফেদা গোত্রের একটি সুস্বাদু ফল। দুর্লভ গাছসমূহের মধ্যে একটি হল স্টার আপেল। এর কয়েকটি গাছ রয়েছে কৃষি অনুষদের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সামনে। গাছগুলো বেশ বড়। সবুজ আপেলের মতো ফল ধরে। ফলগুলো পাকলে হাল্কা বেগুনী রং ধারণ করে। ফলের ভেতরে মাঝে সাদা এবং চারপাশে উজ্জ্বল বেগুনী রং বিদ্যমান। ফলের ভেতরে চারটি বিচি থাকে, দেখতে গাবের বিচির মতো, তবে আকারে অনেক ছোট। ফলটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং খেতে বেশ সুস্বাদু। ফলের স্বাদ সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কখনো গাব কিংবা সফেদার স্বাদের মতো মনে হয়। স্পেনে এটাকে কাইমিটা বা এস্টেরেলা, ওয়েস্ট ইন্ডিজে পোম সুরেট, বারবাডোজে স্টার পাম, কলম্বিয়াতে কাইমো, আর্জেন্টিনাতে আগুয়ে বা অলিভোয়া, চিন বা সিঙ্গাপুরে এটাকে চিকল ডুরিয়ান বলা হয়। তবে এর ভেতরের বীজগুলো ও পাল্প স্টারের মতো থাকায় সাধারণভাবে এটাকে স্টার আপেল বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে স্টার আপেল সেন্ট্রাল আমেরিকার ফল বলা হলেও এ নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে এর উৎপত্তি মেক্সিকো ও পানামা অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গুয়াতেমালা, উত্তর আর্জেন্টিনা, পেরু, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, বারমুদা, হাইতি, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে স্টার আপেল চাষ হয়।

স্টার আপেল গাছ বৃহৎ আকারের শোভাময়ী বৃক্ষ। উচ্চতা সাধারণত ৮-৩০ মিটার, বাদামি রোমশ এবং শাখা কাটলে সাদা কষ বের হয়। পাতা দোরঙা। অর্থাৎ ওপরের পিঠ গাঢ় সবুজ ও নিচের পিঠ মেরুন বাদামি। পাতা কিছুটা ডিম্বকার, বর্শার ফলার মতো। এই গাঢ় সবুজ চর্মবৎ পাতার নিচের দিক খয়েরি রংয়ের সূক্ষ্ম রোমযুক্ত। পাতা ৫-১০ সেমি, লম্বা ও ৪-১০ সেমি. চওড়া হয়ে থাকে। পত্র কক্ষে ছোট গুচ্ছে সবুজাভ হলুদ বর্ণের ফুল উৎপন্ন হয় যাতে পাঁচটি দল থাকে। ফল গোলাকার কখনো সামান্য লম্বাটে, ৫-১০ সেমি. লম্বা এবং ৫-১০ সেমি. ব্যাসযুক্ত সবুজ থেকে বেগুনী বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের ভেতরে নরম জিলেটিনযুক্ত সাদা মিষ্টি স্বাদযুক্ত পরস্পর সংযুক্ত ৬-১১টি কোষ থাকে - যা কেন্দ্রীয় অক্ষের চতুর্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। আড়াআড়ি কাটলে এটা স্টার বা তারার মতো দেখায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টার আপেল বীজ থেকে উৎপন্ন চারা ব্যবহার করা হয়। এর বীজে বেশ কয়েক মাস অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা থাকে এবং রোপণের পর দ্রুত (৭-১০ দিন) চারা গজায়। গুটি কলমে ৪-৭ মাসে শিকড় আসে। একই জাতের গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত চারার ওপর বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে ও বংশবিস্তার করা যায়। বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের চারা লাগানোর ১-২ বছর পরই গাছে ফল ধরতে শুরু করে অপরদিকে চারা থেকে রোপিত গাছ ৫ থেকে ১০ বছর পর ফল ধরে। স্টার আপেলের বীজ ও খোসা বাদে ভেতরের মাংসল অংশ খাওয়া যায়। পাকা ফলের মাঝ বরাবর ছুরি দিয়ে কেটে চামচ দিয়ে ভেতরের অংশ তুলে খেতে এটা খুবই সুস্বাদু। এর নরম শাঁস থেকে বীজ আলাদা করে ডেজার্ট হিসেবে ও সালাদের সঙ্গে খাওয়া যায়। জ্যামাইকাতে এটাকে বিবাহ উৎসবে খাওয়া হয়। অনেক সময় স্ট্রবেরি ও ক্রিম সহযোগেও স্টার আপেল খাওয়া হয়।

বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে বানিয়ে ফেলুন চিজ রাইস কাটলেট

দুপুরের খাবার শেষে বেশ অনেকটা ভাত বেঁচে গেছে। বেঁচে যাওয়া ভাত রাতে খাবেন না আর, ফলে ভাবছেন কী করবেন এগুলো দিয়ে। এর সঙ্গে আরও কিছু উপাদান মিশিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন বিকেলের নাস্তা রাইস কাটলেট। কীভাবে বানাবেন জেনে নিন।

যা যা লাগবে

১ কাপ সেদ্ধ ভাত
২ টেবিল চামচ সুজি
১/৪ চা চামচ হলুদ
স্বাদ মতো লবণ
২ টেবিল চামচ ভার্জিন অলিভ অয়েল
১টি বড় পেঁয়াজ
১ চা চামচ রসুন বাটা
১/২ চা চামচ মরিচের গুঁড়া
১/২ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া
প্রয়োজন মতো পনিরের টুকরো

যেভাবে তৈরি করবেন

প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন এক মিনিট। রসুন বাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। পেঁয়াজের রঙ স্বচ্ছ হয়ে গেলে মরিচের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিন। কয়েক মিনিট নাড়ুন। এরপর কাটলেটের মিশ্রণ তৈরি করুন। এজন্য এখন একটি পাত্রে রান্না করা ভাত ভালো করে চটকে নিন। এর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ ভাজা সুজি যোগ করুন। ঘন মিশ্রণ তৈরি করতে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট অংশ নিয়ে কাবাবের আকৃতি দিন। এর মধ্যে পনিরের একটি ছোট টুকরো দিয়ে দিন। অল্প তেলে ভেজে নিন কাটলেট। এজন্য প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করুন। দুই দিক থেকে অল্প অল্প করে সোনালি-বাদামী রঙ না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। টমেটো কেচাপ ও পুদিনা চাটনির সাথে পরিবেসন করুন গরম গরম কাটলেট।

ঢেঁড়স ভেজানো জলে লেবু মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন

সকালে ঢেঁড়স ভেজানো জল খেলে মিলবে বেশ কিছু উপকার। সেই জলে যদি মিশিয়ে নেন লেবুর সতেজতা, তবে পানীয়ের গুণ বাড়বে আরও বহুগুণে। শক্তিশালী পানীয়টি ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। ডিটক্স এই পানীয় খেলে কোন কোন উপকার পাবেন জেনে নিন।

১.হজমশক্তি উন্নত করে করবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবে এই পানীয়। ঢেঁড়স দ্রবণীয় ফাইবার সমৃদ্ধ যা প্রাকৃতিক রেচক হিসেবে কাজ কর। প্রদাহ প্রতিরোধ করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে ঢেঁড়স-লেবুর পানীয়। এছাড়া লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড পাচক এনজাইমগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং হজম সহজ করে।

২.অতিরিক্ত ওজন কমানোর প্রাকৃতিক উপায় হতে পারে এই পানীয়। ঢেঁড়সে ক্যালোরি কম কিন্তু ফাইবার বেশি, যা আমাদের দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে এবং অপ্রয়োজনীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখে। ঢেঁড়সের পেকটিন চিনির শোষণকে ধীর করে দেয়, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। লেবুর বিপাক-বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য চর্বি দূর করার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত করে।

৩.রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ঢেঁড়স-লেবুর পানীয়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকারী বা রক্তে শর্করার স্পাইকের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্য এই পানীয় তাই খুব উপকারী। ঢেঁড়সে এমন যৌগ রয়েছে যা অন্ত্রে চিনির শোষণ কমাতে সাহায্য করে, গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ঢেঁড়স এবং লেবুর সংমিশ্রণ ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতেও সাহায্য করে।

৪.ঢেঁড়স ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন কে এর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ, এগুলোর সবই হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বোন রিপোর্টে প্রকাশিত গবেষণা অনুসারে, ভিটামিন কে হাড়ের খনিজকরণ এবং শক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢেঁড়স ভেজানো জল খেলে হাড়-সম্পর্কিত রোগের ঝুঁকি কমে।

৫.শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে পারে এই পানীয়। ফলে ভালো থাকে কিডনি। ঢেঁড়সে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী গুণ রয়েছে যা কিডনির আঘাত প্রতিরোধে সহায়তা করে। অন্যদিকে লেবু একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে, ক্ষতিকারক দূষণকারী পদার্থ অপসারণ করে এবং কিডনিতে পাথর প্রতিরোধ করে। প্রতিদিন সকালে এই পানীয় খেলে শরীর হাইড্রেটেড এবং ডিটক্সিফাই থাকে। ৬.ঢেঁড়সে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যার মধ্যে ভিটামিন সি এবং ফ্ল্যাভোনয়েড উল্লেখযোগ্য। অকাল বার্ধক্য সৃষ্টিকারী ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে এগুলো। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং ত্বকের বলিরেখা কমায়। প্রতিদিন এই মিশ্রণটি খেলে ত্বক হাইড্রেটেড, পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল থাকে। ৭.রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে ঢেঁড়স-লেবুর পানীয়। ঢেঁড়সের ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে লেবুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে দূরে রাখে। যেভাবে তৈরি করবেন পানীয় ৪-৫টি ঢেঁড়স ভালো করে ধুয়ে ছোট টুকরা করে কেটে নিন। এক গ্লাস জলে সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে লেবুর রস মিশিয়ে খান এই পানীয়। তবে প্রথমে বেশি না খেয়ে অল্প করে খেয়ে দেখুন। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়ান।

ত্বকের যত্নে ঘি ব্যবহার করবেন যেভাবে

হালুয়া বা গরম ভাতের স্বাদ বাড়ায় ঘি। স্বাদে ও সুগন্ধে অতুলনীয় ঘি কিন্তু ত্বকের যত্নেও অনন্য। এটি ত্বক ময়েশ্চারাইজ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া বলিরেখা ও ডার্ক সার্কেল দূর করতেও ঘিয়ের জুড়ি নেই। নিয়মিত ত্বকের যত্নে ঘি ব্যবহার করলে ত্বক থাকে উজ্জ্বল।

জেনে নিন কীভাবে ঘি ব্যবহার করবেন ত্বকে। ১ চামচ ঘিয়ের সঙ্গে কফি, বেসন, হলুদ আর চিনি মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। মিশ্রণটি কিছুক্ষণ ত্বকে রেখে কুসুম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ত্বক। ঘুম থেকে উঠে অল্প একটু ঘি মেখে নিন ত্বকে। কিছুক্ষণ রেখে একটা ভেজা কাপড়ে মুখ মুছে নিন। দেখবেন সারা দিন ত্বক উজ্জ্বল থাকবে। ফাটা ঠোঁট থেকে মুক্তি পেতে রাতে ঘুমানোর আগে ঘি লাগান। পরের দিন সকালে ধুয়ে ফেলুন।

ঘিয়ের সঙ্গে একটু জাফরান মিশিয়ে নিন। তারপর পনেরো মিনিট মাসাজ করুন ত্বকে। ২ টেবিল চামচ বেসন এবং ২ টেবিল চামচ হলুদের সাথে ঘি মিশিয়ে ফেস মাস্ক তৈরি করুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য ত্বকে লাগিয়ে রেখে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ঘিয়ের সঙ্গে কমলার খোসা মিশিয়ে অল্প ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা করে সেটা ত্বকে মেখে নিন। কিছুক্ষণ রেখে কুসুম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দুই থেকে তিন ফোঁটা ঘি আঙুলে নিয়ে আলতো করে চোখের নিচের ত্বকে ম্যাসাজ করুন। সারা রাত রেখে দিন। পরদিন সকালে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ডার্ক সার্কেল দূর হবে।

ইনডোর প্ল্যান্ট বাঁচছে না কেন?

বাতাস থেকে ক্ষতিকর পদার্থ দূর করে ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখে গাছ। তবে অনেকেই অভিযোগ করেন জে ঘরে থাকা গাছ খুব সহজেই বিবর্ণ হয়ে পড়ে এবং বাঁচে না। কেন এমন হয়? জেনে নিন কিছু টিপস।

ঘরের কাছে খুব বেশি পানি লাগে না সাধারণত। নজর রাখবেন পাত্রে যেন পানি জমে না থাকে। অতিরিক্ত পানির কারণে গাছ মরে যেতে পারে। মাটিতে ভেজা ভাব থাকলে পানি দেওয়ার দরকার নেই।

ইনডোর প্ল্যান্ট হলেও অল্প আলোতে গাছ রাখতে পারলে ভালো হয়। ঘরে থাকা গাছ যেমন অতিরিক্ত রোদে বাঁচে না, তেমনি একেবারে আলো বাতাস না পেলেও এগুলো দ্রুত বিবর্ণ হয়ে পড়ে। যে ঘরে এসি চলে বা ঘরের তাপমাত্রা ঘন ঘন পরিবর্তন হয়, সেখানে গাছ না রাখাই ভালো। পানিতে বড় হওয়া গাছ দীর্ঘদিন একই পানিতে রাখবেন না। পানি নির্দিষ্ট সময় পর পর বদলে দিন।সাকুলেন্ট, ক্যাকটাস, অ্যালোভেরা ধরনের গাছের পাতা পানি সংগ্রহ করে রাখে। ফলে এ ধরনের গাছের মাটি শুকিয়ে গেলেও বেশি পানি দিতে যাবেন না। কম পানি দিলে এসব গাছ মরে না, বেশি পানি দিলে মারা যায়। গাছের পাতায় ময়লা জন্মেও বিবর্ণ হয়ে পড়ে গাছ। তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিষ্কার করে দেবেন।

সজিনা এখন অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম

সজিনা অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সজিনা অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিকর সবজি। সমগ্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল সজিনা গাছ মানুষের খাদ্য, পশুর খাদ্য, ঔষুধ, রঙ ও পানিশোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা খুব সহজেই বসতবাড়ির আঙ্গিনায় এবং রাস্তার পাশ জন্মানো যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া সজিনা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের সজিনা পাওয়া যায়। শ্বেত সজিনা, রক্ত সজিনা ও নীল সজিনা নামে পরিচিত। তবে এদেশের মানুষের কাছ-কে সজিনা ও কে লাজনা বলে পরিচিত। সজিনার আদি নিবাস ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এটি হেজ হিসেবে এবং বসতবাড়িতে সবজি হিসাবে ব্যবহারর জন্য রোপণ করা হয়। সজিনা মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ, ৭-১০ মিটার উঁচু হয়। এর বাকল ও কাঠ নরম। যৌগিত পত্রের পত্রাক্ষ ৪০-৪৫ সেমি. লম্বা হয়, এতে ৬-৯ জোড়া ১-২ সেমি. লম্বা বিপরীতমুখি ডিম্বাকৃতি পত্রক থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস সজিনা গাছে ফুল আসে। মুকুলের ডাঁটাগুলো বিস্তৃত, গুচ্ছবদ্ধ ও ৫-৮ সেমি. লম্বা। মিষ্টি গন্ধে সবুজ আভাযুক্ত সাদা ফুল ২ ৩ সেমি. ব্যাসের হয়। লম্বা সবুজ বা ধূসর বর্ণের সজিনা ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি ফল ৯টি শিরাযুক্ত ২২-৫০ সেমি. বা কখনো কখনো এর বেশি লম্বা হয়। সজিনা ও লাজনা এই দুই প্রকারই এদেশে চাষ করা হয়। তবে কৃষ্ণ সজিনা বনৌষধি হিসেবে খুব বেশি উপকারী কিন্তু এটি খুব বিরল। সজিনা অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে, সজিনা ও লাজনা এদেশের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া পাহাড়ি এলাকাসহ সারা বাংলাদেশেই অতি সহজেই জন্মানো সম্ভব। পুষ্টিমুল্য ও ব্যবহার। সজিনা গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষুধ, সুগন্ধি, তেল লুব্রিক্যান্ট হিসেবে এবং কসমেটিকস শিল্পে এর ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। তবে সজিনার কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা, ফুল ও ফল তরকারী ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছের ছাল থেকে দড়ি তৈরি করা যায়। ঔষুধি বৃক্ষ হিসেবে সজিনা যথেষ্ট মূল্যবান। সজিনার পাতা ও ফলে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন, প্রোটিন, বিটামিন-সি ও আয়রন থাকে। এছাড়াও সজিনা গাছর বিভিন্ন অংশ থেকে এন্টিসেপটিক বাতজ্বরের চিকিৎসা ও সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজচূর্ণ ব্যাকটেরিয়াজনিত চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সজিনার মূলের বাকল বায়ুনাশক, হজম বৃদ্ধিকারক, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ডাঁটার ব্যথা, হিষ্টিরিয়া, হৃৎপিন্ড ও রক্তচলাচলের শক্তি বর্ধক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাঁটার নির্যাস যকৃত ও প্লীহার অসুখে, ধনুষ্টংকার ও প্যারালাইসিস, কৃমিনাসক, জ্বরনাশক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাটা ও ফুল ভাজা বা তরকারী করে খেলে জল ও গুটি এ দু'ধরনের বসন্তে আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে না। সজিনা ডাটাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড নেই বললেই চলে। কাজেই এতে ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রিত থাকে। সজিনা ডাটায় ডায়েটরী ফাইবার থাকার করাণে নিয়মিত সজিনা ডাটা খেয়ে ব্লাডসুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সজিনা ডাটা রক্ত শূন্যতায়ও কাজ করে।

রান্নাঘরের কাজ সহজ করতে দশটি টিপস

রান্নাঘরের কাজ সামলানো বেশ ঝক্কির কাজই বটে। রান্নায় আপনি যতই পটু হন না কেন, দিনের একটা বড় সময় কেটে যায় রান্নাঘরেই। কারণ কাজ গুছিয়ে করা, ছোটখাট নানা বিড়ম্বনা সামাল দেওয়া ও কাজ শেষে আবার রান্নাঘর গুছিয়ে বের হওয়া সময়সাপেক্ষ। দরকারি কিছু টিপস জেনে নিন। এতে রান্নার কাজে সময় বাঁচবে অনেকটাই। ১.প্রেসার কুকারে ডাল রান্না করতে গেলেই ঢাকনায় ডালের পানি লেগে মাখামাখি হয়। চারপাশ সবকিছু নোংরা হয়ে যায়। যা পরিষ্কার করতেও খুব কষ্ট হয়। একটি কৌশল খুব কার্যকর হতে পারে এক্ষেত্রে। প্রেসার কুকারে ডাল ফুটোনোর সময় একটি ছোট স্টিলের বাটি রাখুন। এতে করে মসুর ডাল ফুটবে না এবং কুকারের সিটি থেকে কেবল হাওয়া বের হবে। ডালের জল বের হবে না। এছাড়া ডাল, জল, লবণ, হলুদ ও তেল দিয়ে প্রেসার কুকার চুলায় বসানোর আগে ভেন্ট ওয়েটের নিচের অংশে কয়েক ফোঁটা তেল দিয়ে দিন। এরপর মাঝারি আঁচে চুলায় বসান। এতেও উপচে পড়বে না প্রেসার কুকার। ২. খেজুরের গুড় দিয়ে পায়েস করতে গিয়ে অনেক সময় দুধ ফেটে যায়। দুধ ঘন হয়ে গেলে নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে তারপর গুড় মেশাবেন। ভালো করে নেড়ে আবার কিছুটা ফুটিয়ে নেবেন, দুধ ফাটবে না। ৩. কড়াইতে গরম তেলে কিছু ভাজার সময় যা দেবেন তার সঙ্গে সামান্য লবণ দিল। তাহলে আর তেল ছিটবে না। ৪.রসুনের খোসা সহজে ছাড়ানোর জন্য কোয়াগুলো কিছুক্ষণ গরম জলে ডুবিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর রসুনের খোসা ছাড়ালে খুব সহজে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ৫.নারকেল ভাঙার আগে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখলে নারকেলটি সমান দুই ভাগে ভেঙে যাবে। ৬.খুব সহজে প্রেসার কুকারে ভাত রান্না করে ফেলতে পারেন। এজন্য ২ কাপ চাল ধুয়ে দিয়ে দিন। ২ কাপ চালের জন্য ৪ কাপ জল দেবেন। ঢাকনা লাগিয়ে উচ্চ তাপে চুলায় বসিয়ে দিন। দুটি সিটি উঠলে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুলে ফেলুন। নাহলে ভাত নরম হয়ে যাবে। ৭.দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় একটু বেখেয়াল হলেই হাঁড়ি উপচে পড়ে যায়। হাঁড়ির চারপাশে সামান্য তেল মেখে নিলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। তবে অবশ্যই উচ্চতাপে দেওয়া যাবে না দুধ। মাঝারি আঁচে রাখতে হবে। ৮.রান্না তাড়াতাড়ি করার জন্য মসলার সাথে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে দিন, দেখবেন সবজি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ৯. অপরিপক্ক লেবু থেকে রস পাওয়ার জন্য ১৫ মিনিট গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ১০.সেদ্ধ ডিমের খোসা তাড়াতাড়িএবংভালভাবেছাড়াতেচাইলে ফ্রিজের ঠান্ডা জল ভিজিয়ে রাখুন।

জাগ্রত দ্বারে 'উদ্বোধন'

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "মনটি দুধের মতো, সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে দুধে জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না-সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।"

'উদ্বোধন' পত্রিকাটি স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাপ্রসূত দীর্ঘ ১২৬ বছর ধরে প্রকাশ হয়ে আসছে। রামকৃষ্ণ মঠ কলকাতার বাগবাজার থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। "ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি প্রসঙ্গ" অধ্যায়ে স্বামী তত্ত্বসারানন্দ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত-এর একটি তথ্য আলোচনা স্বরূপ তুলে ধরেছেন। যেখানে বলা হচ্ছে ১৮৮৫ সালের ১২ এপ্রিল কলকাতার বলরাম মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপস্থিতিতেই ভক্তরা জানতে চেয়েছেন, সাধনা করলেই যে কেউও কৃষ্ণের মতো অর্থাৎ অবতারের মতো বা অবতারের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে কিনা। ঐই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন, "অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি। আর সাধারণ লোকেদের বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনা করে ঈশ্বরলাভ করতে পারে, তারা সমাধিস্থ হয়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বরকোটি তারা যেমন রাজার বেটা, সাততলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাততলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে।" বইটির ''রত্নাকরের তীরে'' অধ্যায়ে পূর্বা সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন, দক্ষযজ্ঞ থেকে শুরু করে দেবী সতীর দেহত্যাগ। মূলত, শিবকে অপমান করার জন্য প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞ করেছিল। সতী মহাদেবের হাজারও বারন সত্ত্বেও সেই যজ্ঞতে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সতীর দেহ নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা বিক্ষিপ্তিত করে দেয়। পরবর্তীতে যা ৫১ সতীপীঠ হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এই অধ্যায়ে পূর্বা দেবী আরও উল্লেখ করেছেন, রত্নাবলি তীর্থক্ষেত্রের কথা। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার রাধানগর ও কৃষ্ণনগর পাশাপাশি মন্দিরময় দুই গ্রাম। যে গ্রামদুটি দেখলে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য কেমন ছিল সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। ভারতচন্দ্রের মতে, এই স্থানে দেবীর ডান কাঁধ পতিত হয়েছে। দেবীর নাম "শিবা", আর ভৈরবের নাম ''কুমার''। কিন্তু পীঠনির্ণয়তন্ত্র অনুযায়ী দেবীর তেত্রিশ নম্বর পীঠ হলো রত্নাবলী। এখানে দেবীর কাঁধ পতিত হয়েছিল। কিন্তু দেবীর নাম কুমারী, ভৈরব হলেন শিবা। একান্ন পীঠ সর্বদাই মুক্তির পথ দেখায়, দেবী তাঁর ভৈরবকে নিয়ে সর্বদাই এখানে জাগ্রত থাকে। দেবী এখানে শ্মশানবাসিনী দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা হন। অমাবস্যায় বিশেষ পুজোতে তাঁকে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করা হয়। এছাড়াও দেবীর পুজোয় শোল মাছ লাগে যা তন্ত্র সাধনারই একপ্রকার ইঙ্গিত বহন করে। ত্রিশ টাকা মূল্যের সবুজ মলাট ঘেরা বইটির "মায়ের কোলে পিঠে'', ''বর্ধমানের সতীপীঠ'', ''সতীপীঠ দেবী বর্গভীমা'', ''গানের গভীরে'', "রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ", "শ্রীশ্রী মায়ের বাড়ীর সংবাদ" অধ্যায়গুলি পাঠকমহলে বহু অজানা তথ্যকে তুলে ধরে।

বাংলার ভোটে অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনে বিজেপি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে কেন্দ্র করে অনিয়ম, ভয়ভীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সোমবার জানান, দলের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশন-র সঙ্গে দেখা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি জমা দিয়েছে।

এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়াল, বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ অনিল বালুনি এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ অন্যান্য নেতা।

বৈঠকের পর রিজিজু অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে গণতন্ত্রকে "হাইজ্যাক" করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

রিজিজু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার সন্ত্রাস, ভয়ভীতি এবং জোরজবরদস্তির মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। মানুষকে ভয়ের পরিবেশে রাখা হচ্ছে।"

বিজেপির জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক মন্তব্য আদর্শ আচরণবিধি এবং নির্বাচনী আইনের পরিপন্থী। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় তাঁর বক্তব্যকে উস্কানিমূলক ও ভোটারদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা বলে দাবি করা হয়েছে।

২৫ মার্চ ময়নাগুড়ির এক সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করে বিজেপি অভিযোগ করেছে, নাগরিকদের বাড়ির বাইরে পোস্টার টাঙানোর কথা বলা হয়েছিল, যা রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ।

এছাড়া নকশালবাড়ি ও পাণ্ডবেশ্বরের সভায় তাঁর বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যেখানে ভোটের দিন ও গণনার সময় "যা আছে তা নিয়ে বেরিয়ে আসার" আহ্বান জানানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, এই ধরনের মন্তব্য সহিংসতা উস্কে দিতে পারে।

বসন্তীতে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও স্মারকলিপিতে তোলা হয়েছে। দলের দাবি, এই ধরনের ঘটনা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার ফল এবং রাজ্যে ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

এছাড়া তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র-র কিছু মন্তব্য ভাষাগত ও আঞ্চলিক বিভাজন তৈরি করতে পারে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে, অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা হোক। দলের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

লোকসভায় বামপন্থী উগ্রবাদ নির্মূল নিয়ে বিতর্ক কৃতিত্ব দাবি ঘিরে বিজেপি-কংগ্রেস সংঘাত

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : বামপন্থী উগ্রবাদ (লেফট উইং এক্সট্রিমিজম) নির্মূলের প্রশ্নে সোমবার লোকসভায় শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা দেখা গেল।

শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলার উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী সমস্যায় জর্জরিত এই এলাকায় রাজ্য সরকার "ফলপ্রসূ পদক্ষেপ" নিয়েছে। তিনি জানান, যখন একনাথ শিন্ডে গড়চিরোলির অভিভাবক মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি নিজে সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেছিলেন, যা প্রশাসনের প্রতি আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে।

শিন্ডে আরও দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর নেতৃত্বে এখন মাওবাদ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব।

অন্যদিকে, কংগ্রেস সাংসদ সপ্তগিরি শঙ্কর এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, অতীতের সরকার ও পুলিশ বাহিনীর আত্মত্যাগকে কি উপেক্ষা করা হচ্ছে না। তাঁর কটাক্ষ, "শাসক দলের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে যেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেই বন্দুক হাতে মাওবাদীদের শেষ করেছেন, অন্য কারও কোনও ভূমিকা নেই।" তিনি অভিযোগ করেন, সরকার এই সাফল্যের কৃতিত্ব একচেটিয়া ভাবে নিজেদের দখলে রাখতে চাইছে।

শঙ্কর আরও স্মরণ করিয়ে দেন, ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদী হামলায় একাধিক কংগ্রেস নেতা নিহত হন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, স্বাধীনতা আন্দোলন বা মাওবাদী হিংসায় বিজেপির কেউ প্রাণ হারিয়েছেন কি না, ইঙ্গিত করে বলেন যে কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের আত্মত্যাগকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না।

এই বিতর্কে শাসকপক্ষ বর্তমান নেতৃত্ব ও রাজ্যভিত্তিক উদ্যোগের উপর জোর দিলেও, বিরোধীরা অতীতের অবদান ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দাবি করেছে।ফলে, বামপন্থী উগ্রবাদ মোকাবিলায় সাফল্যের কৃতিত্ব কারতা নিয়ে রাজনৈতিক বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভোটের আগে শিলিগুড়িতে ভুয়ো মদের কারখানা ভাঙল, ৬২ লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার

কলকাতা, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-তে ভুয়ো মদ তৈরির একটি বড় চক্রের হদিস পেল আবগারি দফতর। অভিযানে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ও সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চালানো অভিযানে প্রায় ১,৫৬০ লিটার ওপি স্পিরিট (সার্জিক্যাল স্পিরিট) উদ্ধার হয়, যা অবৈধ মদ তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রাথমিকভাবে অনুমান, আসন্ন নির্বাচনের আগে বাজারে ভুয়ো মদ ছড়িয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার পরিকল্পনা ছিল।

এই সংক্রান্ত তথ্য ইতিমধ্যেই ভারত নির্বাচন কমিশন-এর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। কমিশন নজরদারি আরও জোরদার করেছে।

মোট প্রায় ৬২.৪০ লক্ষ টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে নামী মদের ব্র্যান্ডের জাল লেবেল, নকল হোলোগ্রাম, বোতলের ঢাকনা এবং প্রচুর খালি প্লাস্টিকের বোতল।

অভিযানে প্রায় ১৪ হাজার জাল লেবেল (একটি ব্র্যান্ডের) এবং ৩ হাজারের বেশি (অন্য একটি ব্র্যান্ডের), ৯৮৪টি নকল হোলোগ্রাম, ৪৪০টি বোতলের ঢাকনা এবং ৩৫টি খালি বোতল উদ্ধার করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে, অভিযানে কোনও বৈধ বাজারজাত মদ পাওয়া যায়নি। আবগারি দফতরের মতে, উদ্ধার হওয়া সব সামগ্রীই ভুয়ো মদ তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য মজুত করা হয়েছিল।

অধিকারিকদের অনুমান, এই স্পিরিট প্রক্রিয়াজাত করে জাল লেবেল ও হোলোগ্রাম লাগিয়ে ব্র্যান্ডেড মদ হিসেবে বাজারে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সমস্ত সামগ্রী নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, ভোটারদের প্রলুব্ধ করার পাশাপাশি এই ভুয়ো মদ জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারত। নির্বাচন কমিশন সতর্ক করে জানিয়েছে, এই ধরনের মদ সেবনে গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে দুই দফায়২৩ ও ২৯ এপ্রিল, এবং ফল ঘোষণা হবে ৪ মে। কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে।

'ভিকটিম কার্ড' বিতর্কে মমতাকে নিশানা এনডিএ, পাল্টা তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হচ্ছে। সোমবার এনডিএ নেতারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে নিশানা করে দাবি করেন, জনসমর্থন কমে যাওয়ায় তিনি 'ভিকটিম কার্ড' খেলছেন।

বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল বলেন, "গত পাঁচ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন কেমন ছিল তা সবাই জানে। এখন তাঁর দখল দুর্বল হয়ে পড়ছে, আর মানুষ তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব রাজনৈতিক নাটক ছাড়া কিছুই নয়।"

জেডিইউ মুখপাত্র নীরজ কুমার মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, "তিনি যদি নিজেই ভীত হন, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে?" তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র উদাহরণ টেনে বলেন, বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিজেপি সাংসদ দামোদর আগরওয়াল অভিযোগ করেন, "যখন শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হয় এবং জনতা বিরোধিতা শুরু করে, তখনই আবেগঘন ইস্যু সামনে আনা হয়। মানুষ ইতিমধ্যেই তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

একই সুরে বিজেপি সাংসদ কমলজিত সেহরাওয়াত বলেন, "প্রতিবার নির্বাচনের সময়ই তিনি কোনও না কোনও সমস্যার কথা বলেন। এবারও তা সফল হবে বলে মনে হয় না।"

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী অনিল রাজভর-ও কড়া ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, "যাঁরা এতদিন মানুষকে অসম্মান করেছেন, এখন তাঁরাই সম্মানের কথা বলছেন।"

এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর 'ভিকটিম কার্ড' মন্তব্যের কড়া জবাব দেন। পুরুলিয়ার মানভাজারে এক জনসভায় তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' প্রকাশের অধিকার অমিত শাহের নেই এবং উল্টে তাঁকেই চার্জশিট করা উচিত।

শনিবার অমিত শাহ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিকটিম কার্ডের রাজনীতি করেনকখনও পা ভাঙেন, কখনও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধেন, কখনও অসুস্থ হন, কখনও নির্বাচন কমিশনকে গালাগালি দেন। কিন্তু বাংলার মানুষ এই রাজনীতি বুঝে গিয়েছে।"

এই পাল্টাপাল্টি মন্তব্যে স্পষ্ট, নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছেছে এবং শাসক-বিরোধী সংঘাত আরও তীব্র আকার নিচ্ছে।

বিহারে এমএলসি পদ ছাড়লেন নীতীশ, বিজেপির চাপে সিদ্ধান্ত: তেজস্বী যাদবের অভিযোগ

পাটনা, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-এর বিধান পরিষদ (এমএলসি) পদ থেকে ইস্তফা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছেন, এই সিদ্ধান্ত নীতীশ কুমারের ব্যক্তিগত নয়, বরং বিজেপির চাপেই নেওয়া হয়েছে।

আইএএনএস-কে তেজস্বী বলেন, "এটা বিজেপির সিদ্ধান্ত, নীতীশ কুমারের নয়। জেডিইউ-র ভিতরে থাকা বিজেপির কিছু 'এজেন্ট' এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা আগেই বলেছিলাম, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে দেওয়া হবে নাএখন সেটাই দেখা যাচ্ছে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেছে। তাঁর দাবি, বিহারে বিদ্যুতের দাম আগেই বেশি ছিল, এখন তা আরও বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া, মহিলাদের ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাত্র ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এদিকে, কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি-ও বিজেপির সমালোচনা করে বলেন, দলটি নীতীশ কুমার-সহ একাধিক নেতাকে প্রতারিত করেছে।

উল্লেখ্য, সোমবারই নীতীশ কুমার রাজ্যসভায় সদস্যপদ গ্রহণের আগে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে এমএলসি পদ থেকে ইস্তফা দেন। তিনি গত ১৬ মার্চ রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন এবং ১০ এপ্রিল শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী, সংসদের সদস্য নির্বাচিত হলে ১৪ দিনের মধ্যে আগের আইনসভা পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়, না হলে নতুন সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। সেই নিয়ম মেনেই তিনি ৩০ মার্চ ইস্তফা জমা দেন। তাঁর হয়ে এমএলসি সঞ্জয় গান্ধী পদত্যাগপত্র জমা দেন।

এই পদত্যাগের মাধ্যমে বিহার বিধান পরিষদের সঙ্গে নীতীশ কুমারের দীর্ঘ সম্পর্কের অবসান ঘটল। তিনি ২০০৬ সালে প্রথম এমএলসি হন এবং পরপর চারটি মেয়াদে (২০০৬-২০১২, ২০১২-২০১৮, ২০১৮-২০২৪ এবং ২০২৪-বর্তমান) দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৫ সালের নভেম্বর থেকে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তিনি ধারাবাহিকভাবে বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও এর আগে ১৯৮৫ সালে হরনৌত থেকে বিধায়ক এবং লোকসভার সদস্যও হয়েছিলেন।

জ্বালানি সঙ্কটে বিপাকে বাংলাদেশ বাজার অস্থিরতার আশঙ্কা

ঢাকা, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): জ্বালানি সঙ্কট ক্রমশ গভীর হচ্ছে বাংলাদেশ-এ। পরিবহণে বিঘ্ন, সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিয়ম এবং মজুতদারি ও অবৈধ বিক্রির অভিযোগে বাজারে অস্থিরতার আশঙ্কা বাড়ছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় ট্যাঙ্কার শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এই ধর্মঘটের ফলে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম এবং লালমনিরহাট জেলায় জ্বালানি সরবরাহ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

রংপুর ডিভিশনাল ট্যাঙ্কার শ্রমিক ইউনিয়ন নীলফামারীতে জ্বালানি চুরির অভিযোগে তিনজন শ্রমিকের গ্রেফতার ও শাস্তির প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। এর জেরে অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র পার্বতীপুর রেলওয়ে হেড অয়েল ডিপো-এ ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেন উত্তোলন বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা গিয়েছে।

শ্রমিক সংগঠন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারদের মুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অপসারণের দাবি জানিয়েছে। দাবি না মানা হলে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে, যা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ পুরোপুরি থমকে দিতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে পেট্রোল পাম্প মালিকদের সংগঠনও ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে, যদিও সমস্যা মেটাতে আলোচনা চলছে।

অন্যদিকে, রাজশাহী জেলায় মজুতদারি ও চোরাচালান রুখতে নজরদারি বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা ডিপোতে তিনটি প্লাটুন মোতায়েন করা হয়েছে এবং ১২টি ফিলিং স্টেশন ও সীমান্তবর্তী চর এলাকাতেও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে, অবৈধ মজুত ও পাচার রুখতে তথ্যদাতাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছে সরকার। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ দফতরের উদ্যোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রশাসনের মতে, চাহিদা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ঘাটতির সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু চক্র মজুতদারি ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের জেরেই আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, যার প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশে।পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও, দ্রুত সমাধান না হলে পরিবহণ ও বাজার ব্যবস্থায় বড় ধাক্কা লাগতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সবরিমালা ইস্যুতে মোদির 'নীরবতা' প্রসঙ্গে রাহুলের দাবি ঘিরে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বিরুদ্ধে সবরিমালা মন্দির ইস্যুতে 'নীরব' থাকার অভিযোগ তুললেও, সেই দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

সমালোচকদের একাংশের মতে, অতীতের একাধিক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গ তুলেছেন, ফলে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কেরলের আদুরে এক নির্বাচনী সভায় রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি বেছে বেছে ধর্মীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁর দাবি, মন্দির ও ধর্ম নিয়ে বারবার কথা বললেও, পালাক্কাড়ে সাম্প্রতিক ভাষণে মোদি সবরিমালা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। এছাড়াও, রাহুল গান্ধী ইঙ্গিত দেন যে এই অবস্থান বিজেপি এবং কেরলের শাসক বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ)-এর মধ্যে কোনও ধরনের সমঝোতার ইঙ্গিত হতে পারে।

তবে বিরোধীরা পাল্টা দাবি করছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি একাধিকবার সবরিমালা মন্দির-সংক্রান্ত বিষয়, বিশেষ করে সোনা চুরির অভিযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে এক ভাষণে তিনি কেরল সরকারের কড়া সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, সবরিমালার ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষায় প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। সেই সময় তিনি "দেবতার আবাস থেকে সোনা চুরির খবর" উল্লেখ করে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

একই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, কেরলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে এবং দোষীদের জেলে পাঠানো হবেযাকে তিনি "মোদির গ্যারান্টি" বলে উল্লেখ করেন।

পরবর্তীতে কোচিতে এনডিএ-র এক সভাতেও প্রধানমন্ত্রী ফের সবরিমালা ইস্যু তোলেন। সেখানে তিনি এলডিএফ সরকারের বিরুদ্ধে "সোনা লুটের" অভিযোগ তোলেন এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ-কে "বিক্রিতে সহায়তা" করার অভিযোগে আক্রমণ করেন।

এই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত, রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভাষণের উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী মোদির অন্যান্য বক্তব্য উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে বিষয়টি আংশিক তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে শীর্ষ মাওবাদী নেতা-সহ ৯ জনের আত্মসমর্পণ

অমরাবতী, ৩০ মার্চ (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা অন্ধ্র-ওড়িশা সীমান্ত বিশেষ জোনাল কমিটির সম্পাদক চেল্লুরি নারায়ণ রাও ওরফে সুরেশ-সহ মোট ৯ জন মাওবাদী সোমবার পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল হরিশ কুমার গুপ্ত আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। শ্রীকাকুলম জেলার বাসিন্দা নারায়ণ রাও প্রায় ৩৬ বছর ধরে মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মাথার উপর ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা ছিল। ১৯৯০ সালে মাওবাদী দলে যোগ দেওয়ার পর তিনি একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে ২০১৮ সালে বিশাখাপত্তনম জেলায় বিধায়ক কিদারি সর্বেশ্বর রাও এবং প্রাক্তন বিধায়ক সিভেরি সোমেশ্বর রাও হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিন পুলিশকর্মী হত্যার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শীর্ষস্তরের নেতাদের মৃত্যু বা গ্রেফতার, মাওবাদী মতাদর্শের প্রতি হতাশা, স্থানীয় জনসমর্থনের অভাব, নিয়োগে ভাটা, এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের আকর্ষণীয় আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতিএই সব কারণেই তাঁদের আত্মসমর্পণ। পাশাপাশি পুলিশি প্রচার কর্মসূচি ও প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজও বড় ভূমিকা নিয়েছে।

নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছেন আরও ৮ জন মাওবাদী, যাদের মধ্যে পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি-র বিভিন্ন স্তরের সদস্য ও কমান্ডাররা রয়েছেন।

সরকারের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী, আত্মসমর্পণকারীরা তাঁদের মাথার উপর ঘোষিত পুরস্কারের অর্থ পাবেন। নারায়ণ রাও পাবেন ২৫ লক্ষ টাকা, অন্যদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে।

এদিন পুলিশ ১৯টি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করে, যার মধ্যে রয়েছে একটি ইনসাস রাইফেল, ২টি বিএজিএল, ৫টি .৩০৩ রাইফেল, ৫টি এসবিবিএল বন্দুকসহ অন্যান্য অস্ত্র।

ডিজিপি জানান, গত এক বছরে বামপন্থী উগ্রবাদ দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে রাজ্য পুলিশ। এই সময়ে একাধিক এনকাউন্টারে ১৮ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও রয়েছেন। তিনি আরও জানান, ছত্তিশগড় ও ওড়িশা পুলিশের সঙ্গেও যৌথ অভিযানে বহু শীর্ষ মাওবাদীকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষ্ণা, এলুরু, এনটিআর, কাকিনাডা ও ড. বি. আর. আম্বেদকর কোনাসেমা জেলায় বড় নাশকতার ছক ভেস্তে দিয়ে ৫০ জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত এক বছরে মোট ৩১ জন মাওবাদী গ্রেফতার এবং ১০৬ জন আত্মসমর্পণ করেছেন বলেও জানান ডিজিপি। এই সময়ে ১২০টি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

ডিজিপি হরিশ কুমার গুপ্ত বিশেষ গোয়েন্দা শাখা, গ্রেহাউন্ডস এবং জেলা পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘদিনের অভিযানে অন্ধ্রপ্রদেশে মাওবাদী কার্যকলাপ কার্যত শূন্যে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

মণিপুরে কেন্দ্রের জোরে অবকাঠামো উন্নয়ন রেল-সড়ক-নগর প্রকল্পে গতি: রিপোর্ট

ইম্ফল, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : গত পাঁচ বছরে মণিপুরে অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, বিশেষ করে রেল সংযোগ ও সড়ক নেটওয়ার্কেএমনই দাবি একটি নতুন রিপোর্টে। 'কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইন মণিপুর' শীর্ষক এই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, জিরিবাম থেকে তামেংলং জেলার খোংসাং পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং এই রুটে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি, ইম্ফল রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণের কাজও দ্রুত এগোচ্ছে।

নোনেই জেলায় নির্মীয়মাণ একটি বিশাল রেলসেতু প্রকল্পকে এই উন্নয়নের অন্যতম মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ১৪১ মিটার উচ্চতার এই সেতুটি তৈরি হলে তা কুতুব মিনারের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যাবে এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

রেল প্রকল্পের পাশাপাশি সড়ক ও জাতীয় সড়ক উন্নয়নেও জোর দেওয়া হয়েছে। গত পাঁচ বছরে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে ৫১টি সড়ক ও জাতীয় সড়ক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মণিপুরে মোট জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১, ৭৭৪ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৭৪৭ কিলোমিটার ইতিমধ্যেই উন্নত ও ব্ল্যাকটপ করা হয়েছে। আরও ৩৩২ কিলোমিটার সড়কের কাজ চলছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইম্ফল-মোরে জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১০২) চার লেনে উন্নীত হওয়ায় মিয়ানমারের সঙ্গে সংযোগ এবং বাণিজ্যের সম্ভাবনা বেড়েছে।

একইভাবে, ইম্ফল-জিরিবাম সংযোগকারী এনএইচ-৩৭-এর বড় অংশ উন্নত করা হয়েছে এবং ইম্ফল-কোহিমা সংযোগকারী এনএইচ-২-কে দুই লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে।

এছাড়াও উখরুল জেলার এনএইচ-২০২, উখরুল-তাদুবি সড়ক এবং তামেংলং-মাহুর সংযোগকারী এনএইচ-১৩৭-সহ একাধিক প্রকল্পে কাজ এগোচ্ছে।

দক্ষিণ মণিপুরে চুরাচাঁদপুর থেকে তুইভাই সংযোগকারী এনএইচ-১০২বি এবং সেনাপতি থেকে নাগাল্যান্ড সংযোগকারী মারাম-পেরেন সড়কের কাজও শেষের পথে।নগর অবকাঠামো ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হয়েছে।

এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় 'মণিপুর আরবান রোড, ড্রেনেজ অ্যান্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট'-এর আওতায় প্রায় ৫৪৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কার করা হচ্ছে, যার আনুমানিক ব্যয় ৩,৬৪৭ কোটি টাকা। এখানে টেকসই সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে।

তবে রিপোর্টে কিছু চ্যালেঞ্জের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, প্রতিকূল আবহাওয়া, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তদারকির ঘাটতি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলছে।

পরিবহন অবকাঠামোর পাশাপাশি প্রশাসনিক, ডিজিটাল ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হয়েছে। নতুন সিভিল সেক্রেটারিয়েট এবং আধুনিক পুলিশ সদর দফতর স্থাপনের ফলে প্রশাসনিক দক্ষতা বেড়েছে। 'মণিপুর ইনফোটেক এনাবলড ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে আইটি পরিকাঠামো জোরদার করা হচ্ছে।

এছাড়াও প্রায় ৫০০ কোটি টাকার একটি আইটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কাজ চলছে, যা বিনিয়োগ আকর্ষণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও জেলা হাসপাতাল উন্নয়ন, নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ এবং আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মহিলা নিরাপত্তা ও আবাসনের জন্য নতুন হোস্টেল নির্মাণ এবং ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নও রাজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।

টিবিএসই পরিচালিত এ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আজ ষষ্ঠ বিষয়ের (ভোকেশনাল) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের মোট ৬২টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিলো। আজ উচ্চতর মাধ্যমিকের ষষ্ঠ সাবজেক্ট (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৪, ৫৮৪ জন পরীক্ষার্থী ছিলো। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিলো ৪,৫১৩ জন পরীক্ষার্থী। অনুপস্থিতির সংখ্যা ৭১ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৮.৪৫।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২০২৬ সালের সব পরীক্ষা আজ শেষ হয়েছে। পরীক্ষা কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন, শিক্ষা দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি, আরক্ষা, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, খাদ্য ইত্যাদি দপ্তর, বিভিন্ন পুরসভা এবং রাজ্যের সমস্ত সংবাদমাধ্যম ও বৈদ্যুতিন চ্যানেলের সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্ষদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

ভোটের আগে মারওয়ারি সমাজকে বার্তা, 'বঙ্গ পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ' বললেন মমতা

কলকাতা, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজস্থানের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের মারওয়ারি ও রাজস্থানি সমাজকে উদ্দেশ্য করে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, এই দুই সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের "বঙ্গ পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ" এবং রাজ্যের উন্নয়নে তাঁদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বাণিজ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্থানি ও মারওয়ারি সমাজের অবদান পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক বিকাশে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

তিনি আরও লেখেন, "আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে আপনারা শান্তি, আনন্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশে সকলের সঙ্গে একসঙ্গে উন্নতি করতে পারেন।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগামী মাসে রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার প্রেক্ষিতে এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, রাজ্যের মারওয়ারি ও রাজস্থানি ভোটারদের একটি বড় অংশ ঐতিহ্যগতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি-এর সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রেও এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অ-বাঙালি হিন্দি ভাষাভাষী ভোটার রয়েছেন, যাদের মধ্যে গুজরাতি, রাজস্থানি ও মারওয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন এবং তাঁদের একটি বড় অংশ বিজেপি-ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হয়।

উল্লেখ্য, ভবানীপুর কেন্দ্রটি এবারের নির্বাচনে অন্যতম হাই-প্রোফাইল আসন। এখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সুভেন্দু অধিকারী, যিনি একইসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় অভিযান চলাকালীন হামলা, আহত ২ বিএসএফ আধিকারিক

জম্মু, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে আহত হলেন দুই বিএসএফ (সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী) আধিকারিক। সোমবার এই ঘটনা ঘটেছে জেলার সুপওয়াল এলাকার গুজ্জর বস্তি গ্রামে।

অধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে রয়েছেন এক ইনস্পেক্টর ইমতিয়াজ এবং সাব-ইনস্পেক্টর দেবেন্দর কুমার। অভিযানের সময় তাঁরা ইউনিফর্মে ছিলেন না বলে জানা গেছে। সেই সুযোগে স্থানীয় কিছু লোক তাঁদের উপর হামলা চালায়।

গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকেই দ্রুত জম্মুর এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। ঘটনার পর পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: জরায়ু মুখ ক্যান্সার মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর। আজ (৩০ মার্চ, ২০২৬) কৈলাশহরস্থিত রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়। এই কর্মসূচির পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক জনসচেতনতা ও মোবিলাইজেশন কার্যক্রমও পুরোদমে চলছে। সাধারণ মানুষের মনে টিকার প্রতি আস্থা বাড়াতে এবং ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে একটি ইতিবাচক নজির স্থাপন করা হয়। এইচপিভি টিকার প্রথম ডোজ প্রদান করা হয় আরজিএম হাসপাতালেরই এক স্বাস্থ্যকর্মীর কন্যাকে।

প্রথম টিকা গ্রহণকারী হলো শতরুপা ভট্টাচার্য, জন্ম ৩১/১২/২০১১, পিতা এম পি ডাব্লিও শংকর ভট্টাচার্য। শিবিরে মোট ৮ জন কিশোরীকে এই জীবনদায়ী টিকা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের জন্য এই টিকা অত্যন্ত কার্যকর, যা ভবিষ্যতে জরায়ু মুখ ক্যান্সারের ঝুঁকি প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনতে পারে। টিকাকরণ কর্মসূচি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অমিত দেববর্মা।

টিকাকরণ কর্মসূচির দায়িত্বে ছিলেন আরজিএম মহকুমা হাসপাতালের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দ্বৈপায়ন রায়, দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিদ্ধার্থ দত্ত, এম.পি.ডব্লিউ শিবু সিনহা, উত্তম কর ও শংকর ভট্টাচার্য, এ এন এম সুতপা শুক্লবৈদ্য এবং এলাকার আশাকর্মীরা। এস.ডি.এম.ও ডাঃ দ্বৈপায়ন রায় জানান যে, জরায়ু মুখ ক্যান্সার বর্তমানে মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় হুমকি, যা কেবল সচেতনতা ও সঠিক সময়ে এইচপিভি টিকাকরণের মাধ্যমেই রোধ করা সম্ভব। তিনি আরও যোগ করেন যে, বর্তমানে মহকুমার প্রতিটি কোণায় স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করছেন এবং যোগ্য কিশোরীদের চিহ্নিত করে টিকাকরণ কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন।

লঙ্কামুড়া সীমান্তে বেআইনি অনুপ্রবেশের সময় ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: রাজধানীর লঙ্কামুড়া-জয়পুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেআইনিভাবে প্রবেশের সময় এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিএসএফ। ধৃত ব্যক্তির নাম সোহাগ মিয়া। তার বাড়ি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আব্দুলাপুর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, রবিবার রাতে বিএসএফের ৭৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা নিয়মিত টহলদারির সময় দেখতে পান, দুই ব্যক্তি কাঁটাতার ডিঙিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছে। সেই সময় এক ব্যক্তিকে আটক করা সম্ভব হলেও অপরজন পালিয়ে যায় এবং ভারতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়।

পরে বিএসএফ জওয়ানরা ধৃত ব্যক্তিকে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানার ওসি জানান, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আগামী দিনে তাকে আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনায় সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আরবিএসকে ও এলএইচএম ত্রিপুরার উদ্যোগে কক্লিয়ার ইমপ্লান্টে চার শিশুর নতুন জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম)-এর অধীনে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচি (আরবিএসকে)-এর উদ্দ্যোগে জন্মগত শ্রবণ সমস্যায় ভোগা চারজন শিশু কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারির মাধ্যমে নতুন আশা পেয়েছে। সি এই চার শিশু হল- সায়িন আলম রিহান (৫ বছর), মেলাঘর; আয়ুষি নন্দী (২.৫বছর), তেপানিয়া, উদয়পুর। আলিয়া দেববর্মা (৪ বছর), মাওাই; এবং সানভি নন্দী (৩ বছর), প্রতাপগড়।

তারা জন্ম থেকেই কানে শোনার সমস্যায় ভুগছিল, যার ফলে তাদের কথা বলা ও শোনার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। আরবিএসকে-র মোবাইল হেলথ টিমের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় প্রথমে তাদের শনাক্ত করা হয়। পরে তাদের জেলা প্রারম্ভিক হস্তক্ষেপ কেন্দ্র (ঙ্কক্কজঙ্খ)-এ পাঠানো হয়, যেখানে পরীক্ষা করে সমস্যা নিশ্চিত করা হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগরতলার এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে সফলভাবে অপারেশনগুলি সম্পন্ন হয়। এই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সমস্ত খরচ এনএইচএম-এর আওতায় বহন করা হয়েছে, ফলে পরিবারের ওপর কোনো আর্থিক চাপ পড়েনি।

এই অপারেশনের মাধ্যমে শিশুদের ধীরে ধীরে শোনা ও কথা বলার ক্ষমতা উন্নত হবে। এতে তারা ভবিষ্যতে স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা করতে পারবে এবং সমাজের সঙ্গে। সহজে মিশে যেতে। পারবে। এই উদ্যোগ। শিশুদের দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ ও সময়মতো চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে এনএইচএম ত্রিপুরার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দেরাদুনে মর্নিং ওয়াকের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু

দেরাদুন, ৩০ মার্চ (আইএএনএস) : উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক ব্রিগেডিয়ার ভি.কে. জোশির। সোমবার সকালে রাজপুর এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ জোহরি গ্রামের কাছে দুটি গাড়ির মধ্যে ওভারটেকিংকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষের মধ্যে গুলি চলতে শুরু করে। সেই সময় কাছেই হাঁটছিলেন ব্রিগেডিয়ার জোশি। তিনি ওই গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে গুরুতর জখম হন।

তাঁকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দেরাদুন সিটি এসপি প্রমোদ কুমার জানিয়েছেন, "সকাল ৭টা নাগাদ কন্টোল রুমে গাড়ি ওভারটেকিং নিয়ে বিবাদের খবর আসে। সেই সময় গুলি চলার ঘটনায় একজন গুরুতর জখম হন, পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িত গাড়ি ও সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই একাধিক থানার এলাকায় নাকা চেকিং শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি হরিয়ানার পঞ্চকুলায় মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান আরেক অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক লেফটেন্যান্ট জেনারেল কুলবন্ত সিং মান। অজ্ঞাতপরিচয় একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়ে পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

সিমনায় তিপরা মথার সভা, বিজেপিকে কড়া আক্রমণ রবীন্দ্র দেব্বর্মার

আগরতলা, ৩০ মার্চ: এডিসি নির্বাচনের প্রচারকে কেন্দ্র করে ১৩ সিমনা তমাকারী কেন্দ্রে তিপরা মথা দলের নির্বাচনী তৎপরতা তুঙ্গে। আজ সিমনার সোনারাম বাজারে অনুষ্ঠিত হয় এক বাজার সভা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন মথার মনোনীত প্রার্থী রবীন্দ্র দেব্বর্মা, ব্লক প্রেসিডেন্ট নির্মল দেব্বর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবীন্দ্র দেব্বর্মা শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৯ সালেও বিপিন টিওয়াইএফ-এর গুন্ডা ছিল, এখন বড় বড় কথা বলছে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সেই কারণেই আগামী নির্বাচনে তারা পরাজিত হবে।

সভা থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানান, আগামী ১২ এপ্রিল সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রে গিয়ে আনারস প্রতীকে ভোট দিয়ে তিপ্রা মথা দলকে পুনরায় এডিসিতে ক্ষমতায় আনার জন্য। একই সঙ্গে মহারাজার হাত শক্ত করার আবেদনও জানান তিনি।

এই বাজার সভাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

এনজিওর নাম ভাঙিয়ে যুবক-যুবতীদের হেনস্থার অভিযোগ, আগরতলায় গ্রেফতার তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: আগরতলা পশ্চিম থানার অন্তর্গত বটতলা এলাকায় এনজিওর নাম ভাঙিয়ে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের হেনস্থার অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই ঘটনায় আরও একজনকে আটক করা হয়েছে, যিনি নাবালক বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে এনজিওর পরিচয় ব্যবহার করে এলাকায় যুবক-যুবতীদের বিভিন্নভাবে বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই শনিবার রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের আটক করে। অভিযোগ, তারা শুধু হেনস্থাই নয়, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ারও চেষ্টা করে।

এই প্রসঙ্গে আগরতলা পশ্চিম থানার ওসি জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নাবালক হওয়ায় আটক অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনানুগ পৃথক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

পুলিশের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এ ধরনের উশৃঙ্খল আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শান্তিরবাজারে জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনা, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ মার্চ: শান্তিরবাজারের পুরাতন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কে সোমবার একটি বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দুইজন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বাইক চালক ও এক মহিলা পথচারী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টি আর ০৮ ডি ৫৯০১ নম্বরের একটি বাইক দ্রুতগতিতে চলার সময় রাস্তা পারাপার করা এক মহিলা পথচারীকে ধাক্কা মারে। এতে বাইক চালক ও ওই মহিলা দুজনেই ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে জখম হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তারা আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।

আহত বাইক চালকের নাম দিলীপ দাস, তিনি লাউগাং এলাকার বাসিন্দা। অপর আহত মহিলা অপর্ণা সাহা, তিনি শান্তিরবাজারের মাস্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, শান্তিরবাজারে বেপরোয়া গতিতে যান চলাচলের কারণে প্রায়শই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। আজকের ঘটনাটিও চালকের অসতর্কতা ও খামখেয়ালিপনার ফল বলেই মনে করছেন অনেকে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

টিবি রোগীদের পাশে লেপকো: পশ্চিম ত্রিপুরায় পুষ্টি সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: যা রোগে আক্রান্তদের পুষ্টি সহায়তায় প্রদান করে। নেপকো সামাজিক দায়বদ্ধতার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, অরিখে নেপকো জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী টি বি মুক্ত ভারত অভিযান"র অধীনে ছয় মাসে ২০০ জন টিবি রোগীকে পুষ্টি সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়।

এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ২৫ অক্টোবর ২০২৫ ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রাসেনা রেড্ডি নাল্লু-এর হাত ধরে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে রোটারি ক্লাব, আগরতলা, যারা টিবি রোগীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ নিশ্চিত করে।

গত ছয় মাসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ১,২০০টি ফুড বাস্কেট বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৫ মার্চ নেপকোর আগরতলা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র -এর উদ্যোগে আরও একটি ফুড বাস্কেট বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এবং রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার আজকের কর্মসূচিতে পাঁচটি স্থানে মোট এনএইচএম থেকে এই সংবাদ জানানো জিরানিয়ার বিভিন্ন এলাকায় এলএইচএম সহযোগিতায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২০০টি ফুড বাস্কেট বিতরণ করা হয়। হয়েছে।

৮ লাখের ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান মাদক পাচার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের চিহ্নিত করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পরিচয় গোপন রেখে প্রেম!

● প্রথম পাতার পর

ভিডিও ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নাবালিকা এবং চরম পদক্ষেপ নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে পরিবারের দাবি।

এই ঘটনায় নাবালিকার মা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি নাবালিকার নিরাপত্তা ও মানসিক অবস্থার দিকে নজর রেখে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন।

ভিভিপ্যাট ছাড়া ইভিএম

● প্রথম পাতার পর

করতে কমিশনের কাছে তিনটি দাবি জানানো হয়েছে। ভিভিপ্যাট ছাড়া কোনও ইভিএম ব্যবহার না করা এবং প্রতিটি বুথে ভিভিপ্যাট-সংযুক্ত আধুনিক ইভিএম ব্যবহার নিশ্চিত করা, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের জন্য এফআইআর দায়ের ও তাঁর নির্বাচনী প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা এবং ২৪ মার্চ বামফ্রন্টের উত্থাপিত বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করা।

সিপিআই(এম)-এর মতে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং প্রকৃত জনমত প্রতিফলনের স্বার্থে এই দাবিগুলি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

টিটিএডিসি ভোটকে সামনে রেখে জোরদার প্রচার, মহারানী—তেলিয়ামুড়ায় ডোর-টু-ডোরে বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া

তেলিয়ামুড়া, ৩০ মার্চ: আসন্ন টিটিএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচারে নেমেছে বিজেপি। সোমবার ১১ মহারানী—তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের উদ্যোগে এক বিস্তৃত ডোর-টু-ডোর প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত হয়।কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ৪১ মাইল রায়হানচা গুচ্ছগ্রামে। এদিনের প্রচারে অংশ নেন প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া নিজে সহ দলের একাংশ নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা। গ্রামাঞ্চলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন তাঁরা। উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরার পাশাপাশি গণদেবতাদের আশীর্বাদ কামনা করে প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়। এদিনের প্রচার নিয়ে বিল্লু জমাতিয়া জানান, "মানুষের কাছ থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। ডোর-টু-ডোর প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা সরাসরি শোনার সুযোগ হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, এই জনসমর্থনের ভিত্তিতেই আসন্ন নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে তিনি 'শতভাগ নিশ্চিত'। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই গ্রামাঞ্চলে প্রচারের তীব্রতা বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রত্যক্ষ জনসংযোগের এই কৌশল ভোটের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

সবজি ব্যবসায়ীর উপর

● প্রথম পাতার পর

করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

আহত অশ্বিনী শুক্ল বৈদ্য জানান, হামলার সময় তাঁর মুখ বাঁধা থাকায় দুষ্কৃতিকারীদের স্পষ্টভাবে দেখতে পাননি। তবে কণ্ঠস্বর শুনে তিনি একজনকে সন্দেহ করছেন, যার নাম সুবল দাসতিনি পাশের একটি দোকানের কর্মচারী। যদিও হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে তিনি কিছু জানাতে পারেননি এবং কারও সঙ্গে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক শত্রুতাও ছিল না বলে দাবি করেছেন।

ঘটনার পর এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় এমন ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন তারা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও পরবর্তীতে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়ছে এবং শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদারের কাছে বিষয়টি জানতে চান। তিনি জানান, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করা হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে। এই ঘটনায় ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষা মহল এখন প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নকশাল ইস্যুতে লোকসভায়

● প্রথম পাতার পর

তোলেন। তিনি বলেন, সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত জওয়ানরা প্রয়োজনের সময় পরিবারে ফিরতে পারছেন না, যা তাদের মানসিক অবস্থায় প্রভাব ফেলছে।

সিং আরও দাবি করেন, মুরলি মনোহর যোশী এবং পি. চিদাম্বরম-এর রিপোর্টে সিআরপিএফ ও আইপিএস অফিসারদের মধ্যে পদোন্নতিতে সমতা আনার সুপারিশ করা হলেও সরকার তা কার্যকর করেনি।

এই বিতর্কে একদিকে বিজেপি কংগ্রেসের অতীত নীতিকে দায়ী করেছে, অন্যদিকে বিরোধীরা বর্তমান সরকারের 'অতিরিক্ত সামরিকীকরণ' ও জওয়ানদের কল্যাণে অবহেলার বিষয়টি তুলে ধরেছে।

ফলে, নকশাল হিংসা নিয়ে শুধু নিরাপত্তা নয়, দায়বদ্ধতা, সংস্কার এবং স্বাভাবিকতার প্রশ্নেও রাজনৈতিক বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথমবার চালু

● প্রথম পাতার পর

তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একটি বিশেষ পোর্টালের মাধ্যমে কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, কাজের বণ্টন, রিয়েল-টাইম অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় রিপোর্ট তৈরির কাজ করা হবে। এছাড়া ওয়েব ম্যাপিং প্রযুক্তির মাধ্যমে 'হাউসলিস্টিং ব্লক' নির্ধারণ করা হবে।

স্ব-গণনার ক্ষেত্রে নাগরিকরা মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পোর্টালে লগইন করে সুবিধামতো সময়ে তথ্য পূরণ করতে পারবেন। তথ্য জমা দেওয়ার পর একটি ইউনিক 'এসই আইডি' প্রদান করা হবে। তবে পূর্বের মতোই গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

এই বৃহৎ কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১১,৭১৮.২৪ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে। এতে কর্মীদের সম্মানী, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি অবকাঠামো এবং অন্যান্য লজিস্টিক ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে দেশজুড়ে প্রায় ৫,০০০ ব্লকে একটি পূর্ণাঙ্গ মহড়া সম্পন্ন হয়েছে, যাতে পুরো প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা যাচাই করা হয়। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত প্রশাসনিক একক 'স্থগিত' রাখা হয়েছে। এই সময়ে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, ৭০৯২টি মহকুমা, ৫১২৮টি শহর এবং প্রায় ৬.৪ লক্ষ গ্রামে জনগণনা পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণের জন্য ১০০ জন জাতীয় প্রশিক্ষক এবং প্রায় ২০০০ জন মাস্টার প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রযুক্তিনির্ভর এই জনগণনা ভারতের প্রশাসনিক ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতি এবং স্ব-গণনার সংযোজন জনগণনার কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং কার্যকর করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

পিতার সাথে বিবাদ, ছাত্রের নম্বর

● প্রথম পাতার পর

মার্কশিটের এই একটি কারচুপি ধরা পড়ার পর স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীফল শীল আমতা আমতা করতে থাকে এবং তাদের ভুল স্বীকার করে তা পরবর্তীতে ঠিক করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে বিদ্যালয় এর পঞ্চম শ্রেণির এই ছাত্রের ফলাফল কারচুপির ঘটনায় শিভম ভট্টাচার্যের অভিভাবকরা সহ এলাকার অন্যান্য অভিভাবকরা ক্ষুব্দ হয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ছুটে গেলে শিভম ভট্টাচার্যর বাবা রাজিব ভট্টাচার্য ক্ষোভের সাথে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন বিবেক আলোক শিশু তীর্থ বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীফল শীল সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে উনার পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এক নতুন কৌশল অবলম্বন করছে।

তিনি আরো জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে এই বেসরকারি স্কুলটি সরকারি খাস জায়গায় অবৈধভাবে বেদখল করে স্কুল পরিচালনা করছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীফল শীল। অভিযোগ বিদ্যালয়ের প্রকৃত জায়গা হল পার্শবর্তী নদীর পাশে কিন্তু তারা এতদিন ধরে সরকারি খাস জমিটির বেদখল করে আছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীফল শীলের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের পরিচালনা নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তবে সোমবারের এই ঘটনায় এলাকার সমস্ত অভিভাবক মহল ক্ষুব্ধ। ছেলের মার্কশিট নিয়ে কারচুপির ঘটনায় রাজিব ভট্টাচার্য ছবি চার চাইতে প্রশাসনের কাছে। এই ঘটনার পর আগামী দিনে এই বেসরকারি স্কুলের এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য ভর্তি করাবেন কিনা তা নিয়েও ভাবনার চিন্তা চলছে অভিভাবকদের।

রোমাঞ্চকর ম্যাচে হার্ভেকে হারালো স্ফুলিঙ্গ, জয়ে ফিরলেন সাগররা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগে এক রুদ্ধশ্বাস জয়ের দেখা পেল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ২ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে লিগ তালিকায় নিজেদের অবস্থান সংহত করল তারা। বর্তমানে ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এল স্ফুলিঙ্গ।হার্ভে ক্লাবের লড়াকু ইনিংসএদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় হার্ভে ক্লাব। ওপেনার অর্কপ্রভ সিনহার ঝোড়ো ৫৫ (৪৬ বল) এবং আরমান হোসেনের ধৈর্যশীল ৪৮ রানের (৫৭ বল) ওপর ভর করে ৪৮.২ ওভারে ২০৯ রানে অল-আউট হয় হার্ভে। তবে মিডল অর্ডারে বড় পার্টনারশিপের অভাবে আরও বড় স্কোর গড়া সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।তুষার সাহা: ১০ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ৩ উইকেট।সন্দীপ সরকার: ৯.২ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট।সাগর শর্মার ব্যাটে জয় ছিনিয়ে নিল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব।২১০ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো না হলেও দলের হাল ধরেন সাগর শর্মা। মাত্র ৭২ বলে ৯২ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলে জয়ের ভিত গড়ে দেন তিনি (৮টি চার ও ৫টি ছক্কা)। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন পল্লব দাস (৬৫ বলে ৪২ রান)। ম্যাচের শেষ দিকে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়লেও ৩৯.৫ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নেয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। হার্ভের পক্ষে রানা দত্ত ও স্বরাব সাহানি ৩টি করে উইকেট নিলেও শেষ হাসি হাসতে পারেননি।ম্যাচ জেতানো ইনিংসের জন্য সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন সাগর শর্মা।চলতি টুর্নামেন্টে এটি স্ফুলিঙ্গের তৃতীয় জয়। সাফল্যের লক্ষ্যে যাওয়ার লড়াইয়ে এই জয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে বাড়তি অক্সিজেন দেবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। আগামী ম্যাচগুলোতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

১১ জনকে বদল করেও ফ্রান্স ভয়ংকর

ব্রাজিলের বিপক্ষে তিন দিন আগে দারুণ এক জয় দিয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরু করেছিল ফ্রান্স। সেদিন যাঁরা ম্যাচটি দেখেছেন, তাঁরা গতকাল রাতে ফ্রান্স দলকে দেখে একটু চমকে উঠতে পারেন। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে একাদশের ১১ জনের সবাইকে বদলে ফেলেছেন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম।তবে সম্পূর্ণ নতুন দল নিয়ে মাঠে নামলেও পারফরম্যান্সে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি, বরং কলম্বিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্স দেখাল তাদের বেঞ্চের দল আরও বেশি শক্তিশালী। এনএফএলের দল ওয়াশিংটন কমান্ডার্সের মাঠে ৪১ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া ফ্রান্স ম্যাচটি জিতেছে ৩-১ গোলে।এই ম্যাচ দিয়ে ফ্রান্সের হয়ে নিজের গোলের খাতা খুলেছেন পিএসজি উইংগার দেজিরে দুয়ে। ২০ বছর বয়সী এই তরুণ প্রতিভা ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন। অন্য গোলটি এসেছে মার্কাস থুরামের কাছ থেকে।কলম্বিয়ার হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন জামিনটন ক্যাম্পাজ। এদিন কিলিয়ান এমবাপ্পে-হুগো একিতিকেরা যখন বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছেন, ততক্ষণে ফ্রান্সের জয় অনেকটাই নিশ্চিত। এই জয়ে বিশ্বকাপের আগে যুক্তরাষ্ট্র সফরটা শতভাগ সাফল্য নিয়েই করল ফ্রান্স।এই ম্যাচে জাতীয় দলের হয়ে নিজের প্রথম গোল পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত দুয়ে। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যম টিএফ১ কে তিনি বলেন, 'জয়টা মোটেই সহজ ছিল না। আমার জন্য এটা গর্বের মুহূর্ত, আমি খুবই খুশি।'দলের খেলার ধরন নিয়ে দুয়ের ভাষ্য, 'বিশ্বকাপের আগে আমরা দুটি ভালো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি। আজ জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আমরা সেটাই করেছি। আমরা বেশ আগ্রাসী হয়ে খেলেছি, অনেক কিছুই ঠিকঠাকমতো হয়েছে। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে।' আগামী মে মাসে বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে এটিই ছিল ফ্রান্সের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ। তবে ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে পারফরম্যান্সের পর দল বাছাই করতে মধুর সমস্যায়ই পড়তে পারেন দেশম। কাকে বাদ দিয়ে কাকে দলে জায়গা দেবেন, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়তে হতে পারে বিশ্বকাপজয়ী এই কোচকে।

জয় অব্যাহত শতদল সঙ্ঘের সংহতিকে উড়িয়ে শীর্ষে ভিকিরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল শতদল সঙ্ঘ। সোমবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল তারা। এই জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল শতদল। এটি টুর্নামেন্টে তাদের টানা ষষ্ঠ জয়। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সংহতি ক্লাব। কিন্তু শতদল সঙ্ঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় তারা। ৩৯.৪ ওভারে মাত্র ১৩৪ রানেই গুটিয়ে যায় সংহতির ইনিংস। দলের পক্ষে রাহুল হোসেন সর্বোচ্চ ৩৯ রান (৫৭ বল) করলেও অন্য কোনো ব্যাটার ক্রিজে থিতু হতে পারেননি।প্রলয় দাস: ১.৪ ওভারে ৫ রান দিয়ে ২ উইকেট।ওঙ্কার যাদব: ৩ ওভারে ১০ রান দিয়ে ২ উইকেট।ভিকি সাহা: ৯ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ১ উইকেট।১৩৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৬.২ ওভারেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় শতদল সঙ্ঘ। ওপেনার তন্ময় ঘোষ ৪৪ বলে ৫৮ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলেন (৮টি চার ও ২টি ছক্কা)। অন্যদিকে, আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকা দীপজয় দেব ৪০ বলে ৪৬ রান করে জয়ের পথ প্রশস্ত করেন। ওঙ্কার যাদব ১১ বলে ১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। সংহতির পক্ষে সম্রাট বিশ্বাস ও রোহিত ভৌমিক ১টি করে উইকেট নিলেও তা পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না।অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন দীপজয় দেব।পরপর বড় জয় এবং পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকায় টুর্নামেন্টের খেতাব জয়ের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল শতদল সঙ্ঘ। দলের এই ধারাবাহিক সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কর্মকর্তা ও সমর্থকরা।

গোবিন্দ ও জেমসের গোলবন্যা বিশাল জয় স্পোর্টস স্কুলের, মধুবনও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ-১৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন জমে উঠেছে। গত ২৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ দিনে আজ সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। দিনের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের দাপটে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গেল এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। অন্য ম্যাচে ডন বসকো স্কুলকে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল মধুবন ডুকলি প্লে-সেন্টার।প্রথম ম্যাচে গোলের মালা পরাল স্পোর্টস স্কুল।দুপুর ২টোর সময় শুরু হওয়া গ্রুপ-ডি'র প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ১১-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়। এটি তাদের টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় জয়। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখায় স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলাররা।গোবিন্দ ও জেমসের দাপট ছিল দেখার মতো। স্পোর্টস স্কুলের হয়ে একাই ৬টি গোল করেন জেমস ডার্লং (১৬, ২৪, ৪০, ৪৯ ও ৫৬ মিনিটে)। অন্যদিকে, হ্যাটট্রিকসহ ৪টি গোল করে নজর কাড়েন গোবিন্দ চরণ জমাতিয়া (২, ৮, ২৬ ও ৩৫ মিনিটে)।বাকি দুটি গোল করেন মেসকারা রিয়াং (৪৩ ও ৪৮ মিনিটে)। প্রথমার্ধেই ৫-০ গোলে এগিয়ে থাকা স্পোর্টস স্কুল দ্বিতীয় অর্ধে আরও ৬টি গোল করে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে দেয়।দ্বিতীয় ম্যাচে মধুবন ডুকলি প্লে-সেন্টারের কষ্টার্জিত জয়।বিকেল ৩:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মধুবন ডুকলি প্লে-সেন্টার এবং ডন বসকো স্কুল (মান্দাই)। এই ম্যাচেও জয় তুলে নিয়ে টানা দুই ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে মধুবন ডুকলি। খেলার মাত্র ২ মিনিটের মাথায় অঙ্কিত বিশ্বকর্মার পা থেকে আসা একমাত্র গোলেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায়। ৬৪ ও ৬৭ মিনিটে পরপর দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় মধুবন ডুকলি প্লে-সেন্টারের ফুটবলার অরবিন শর্মাকে। ফলে শেষ কয়েক মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলতে হলেও জয় ধরে রাখতে সক্ষম হয় তারা।

কোহলিকে নিয়ে উদ্দীপ্ত আরসিবি, 'বিরাটের বড় ভক্ত আমি', বলছেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক

বিরাট কোহলি এক চলমান বিস্ময় বটে! বয়সের সঙ্গে প্লেয়ারের ক্রিকেটীয় স্কিলের লয়-ক্ষয় ঘটে, ঘাটতি পড়ে তার ফিটনেসে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সে যত দূরে সরে, তত হারিয়ে যায় তার ধারাবাহিকতা। পৃথিবীর বাদবাকি ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। শুধু বিরাট কোহলির ক্ষেত্রে নয়। বিরাট শেষ বার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটে অবতীর্ণ হয়েছিলেন চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে। তার পর থেকে আর মাঠে দেখা যায়নি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে। তার পর নামলেন তিনি শনিবার, আরসিবি'র জার্সিতে, আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে। আর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে তিনি নেমে কী করলেন? দু'শো প্লাস তাড়া করতে নেমে ৩৮ বলে ৬৯ নট আউট! যা রীতিমতো মুগ্ধ করে দিয়েছে আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদারকে।

"বিরাট কোহলির ক্রিকেটকে ব্যাখ্যা করতে বোধহয় কোনও বিশেষণই যথেষ্ট নয়। ও ক্রিজে থাকলে, কোনও রান তোলাই অসাধ্য দেখায় না। সাধে কী আর বিরাট এক নম্বর ব্যাটার," ম্যাচ জিতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে বলে যান রজত। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে আরও বলেন, "বিরাট হল চেজমাস্টার। ডাগআউট থেকে ওর ব্যাটিং দেখতে আমার সব সময় ভালো লাগে। যেভাবে পরিস্থিতি অনুপাতে বিরাট ব্যাটিং করে গেল, যে সমস্ত শট খেলল, এক কথায় অসাধারণ। আর আমার একার নয়। আমাদের কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারেরও দারুণ লাগে কোহলির ব্যাটিং দেখতে। আর নিজের কথা কী-ই বা বলব? বিরাট আমার নিজেরই অনুপ্রেরণা। আমার আদর্শ। আমি তো বিরাটের নেট থেকে অনেক কিছু শিখি। যেভাবে একই রকম এনার্জি নিয়ে নেটে ব্যাটিং করে, পারফর্ম করার জন্য যতটা ক্ষুধার্ত থাকে, যেভাবে খেলাকে শাসন করতে চায়, প্রত্যেকটা বিষয় দেখার মতো।"

আরসিবি অধিনায়ককে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, টিম ইন্ডিয়ার ধুঁয়াধার ব্যাটিং নীতি অনুসরণ করছে কি না আরসিবি? গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল-সহ টুর্নামেন্টে একাধিক বার আড়াইশোর বেশি রান তুলেছিল ভারত। জাতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর বারবার বলে এসেছেন যে, 'হাই রিস্ক, হাই রিওয়ার্ড' ক্রিকেট তাঁর পছন্দ। টিমের কাছ থেকে ১৬০-১৭০ রানের ক্রিকেট তিনি চান না। চান, টিম ২৫০-৬০ রানের ক্রিকেট খেলুক। তাতে যদি এক-আধদিন একশো অলআউট হতে হয়, অসুবিধে নেই। চলতি আইপিএলে আরসিবিও কি গম্ভীরের সেই অতি আগ্রাসী ক্রিকেট নীতি অনুসরণ করবে? কারণ, সানরাইজার্সের দেওয়া ২০২ রানের টার্গেট ছাব্বিশ বল বাকি রেখে তুলে দিয়েছেন বিরাটরা। জবাবে পাতিদার বললেন, "নীতি বলব না। আমরা উইকেট জরিপ করে দেখে বুঝেছিলাম, পিচ যথেষ্ট ভালো। রান তাড়া করার ভিত তৈরি করে দিয়েছিল পাড়িক্কল আর বিরাটের ইনিংস।"

একই সঙ্গে রজত জানিয়ে দিয়েছেন যে, আইপিএল ট্রফি নিজেদের কাছে রেখে দেওয়ার শপথ নিয়ে তাঁরা খেলতে নামেননি। "আমরা সেই মানসিকতা নিয়ে খেলতে নামিনি। ২০২৫ সালে যা করেছি আমরা, তা অতীত। আমরা মাথা থেকে বের করে দিয়েছি যে, আমরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন," বলতে থাকেন আরসিবি অধিনায়ক। তাহলে এবার তাঁদের মানসিকতাটা কী? "খুব সহজ। যা যা করা দরকার, সঠিকভাবে করে যাও। দিন শেষে সেটাই তোমাকে ট্রফি জিতিয়ে দেবে।"

আর বিরাট কোহলি, তিনি কী বলছেন? প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন মাত্র একটা ফরম্যাট খেলেন বলে যে বিশ্রাম তিনি পান, তাতে তাঁর আদতে লাভই হয়েছে। গতকাল খেলা শেষে কোহলি বলছিলেন, "গত পনেরো বছর ধরে ঠাসা ক্রিকেটসূচি অনুযায়ী খেলে যেতে হয়েছে আমাকে। প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। সব সময়ই আউট হয়ে যাওয়ার একটা ঝুঁকি ছিল। তাই এখন এই ব্রেকগুলো পেয়ে আমার সুবিধেই হয়েছে। তাজা থাকতে পারছি। খেলা উপভোগ করছি।" কোহলি জানিয়ে দিয়েছেন যে, একশো শতাংশ দিতে পারার অবস্থায় না থাকলে, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করেন না। বলেছেন, "আমি যখন খেলতে আসি, সব সময় একশো কুড়ি শতাংশ দেওয়ার অবস্থায় থাকি। সেটা দিতে না পারলে, আমি খেলতে নামি না। আন্ডার প্রিপেয়ার্ড অবস্থায় খেলার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।"

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ব্লাড মাউথকে হারিয়ে ২য় শীর্ষে জয়নগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগে এক রোমাঞ্চকর জয়ের সাক্ষী থাকল টিআইটি গ্রাউন্ড। সোমবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে মাত্র ৩ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। এই জয়ের ফলে ৭ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জয়নগর।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। ওপেনার নিরুপম সেনের লড়াকু ৮৫ রানের (১০৮ বল, ১০টি চার ও ১টি ছক্কা) ওপর ভর করে ৪৬.১ ওভারে ২০১ রানে অল-আউট হয় জয়নগর। ব্লাড মাউথের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারালেও নিরুপম এক প্রান্ত আগলে রেখে দলকে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেন।ব্লাড মাউথের সফল বোলার:দীপ্তানু চক্রবর্তী: ৮.১ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট।বৎসল সিং: ১০ ওভারে ৪৩ রান দিয়ে ২ উইকেট।২০২ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলের হয়ে বৎসল সিং ৮৫ বলে ৬৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। মিডল অর্ডারে সেন্টু সরকার (৪৪ বলে ৩৬ রান) তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রানেই থমকে যায় ব্লাড মাউথের ইনিংস। জয়নগরের বোলার সানি সিং ১০ ওভারে ৩২ রান খরচ করে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।অনবদ্য ব্যাটিংয়ের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন জয়নগরের নিরুপম সেন।পরপর দুটি ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। আগামী ম্যাচগুলোতে এই ফর্ম ধরে রাখাই এখন লক্ষ্য নিরুপম-সানিদের।

ব্যক্তিগত জীবনের যন্ত্রণা অতীত! ৪৩ বছরেও বক্সিং রিংয়ে ফিরতে তৈরি মেরি কম

দেড় বছর আগে অবসর ঘোষণা করেছিলেন বক্সিংয়ে অলিম্পিক পদকজয়ী মেরি কম। কিন্তু রিংয়ের প্রতি মায়া কি এত সহজে মেটে! এবার পেশাদার বক্সিংয়ে নামার কথা ভাবছেন অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী ও ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেরি। ৪৩ বছর বয়সি এই কিংবদন্তি এই বক্সার নিজেই জানিয়েছেন এ কথা। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ভুলতেই কি এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বক্সার?

রবিবার 'সানডেস অন সাইকেল' অনুষ্ঠানের ফাঁকে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা তুলে ধরেন মেরি। তিনি বলেন, "ছয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া আমার জীবনের অসাধারণ অর্জন। তবে একটা সময় পর বয়সের কারণে দেশের হয়ে অপেশাদার বক্সিংয়ে আর খেলতে পারিনি। এখন পেশাদার বক্সিংয়ে নতুন একটা সুযোগ সামনে এসেছে।"

তাঁর সংযোজন, "আমি এখন বিষয়টা নিয়ে ভাবছি। কঠোর পরিশ্রম করছি। কামব্যাক করে দেখাতে চাই, আমি এখনও কী করতে পারি।" একইসঙ্গে মণিপুরে নিজের বক্সিং অ্যাকাডেমি নিয়েও সমানভাবে ব্যস্ত রয়েছেন মেরি কম। তিনি বলেন, "নিজের অ্যাকাডেমির সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত রয়েছি আমি। মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় যাতায়াতে সমস্যা হয়। তবুও ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি।" নিজের ফিটনেস নিয়ে দৃঢ় বার্তা দিয়ে এই তারকা বক্সার বলেন, "আমার স্বপ্ন যতদিন সম্ভব ফিট থাকা, বয়স যাই হোক না কেন।"

২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সের ৫১ কেজি বিভাগে প্রথম ভারতীয় বক্সার হিসাবে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন মেরি কম। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা বক্সার হিসাবে ছ'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতেছেন। একই সময়ে, মণিপুরের এই ক্রীড়াবিদ ভারতের প্রথম মহিলা বক্সার যিনি ২০১৪ সালে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। ২০০৬ সালে, মেরি কমকে পদ্মশ্রী এবং ২০০৯ সালে দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান, রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৮ বছরের বিবাহিত জীবন ছিল মেরি-ওনলারের। গত ২০২৩ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁদের ডিভোর্স হয়। সেসময়ে এত বিতর্ক হয়নি। কিন্তু বিচ্ছেদের দু'বছর পর একে অপরকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। নেটিজেনরা বলছেন, ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ভুলতেই ফের বক্সিংয়ে ফেরার কথা ভাবছেন মেরি।

কেন গ্রিন বল করলেন না? ফাঁস করলেন রাহানে, বোলারদের দোষ দিতে নারাজ কেকেআর অধিনায়ক, মুখ খুললেন চোট নিয়েও

আইপিএলের নিলামে ২৫.২০ কোটি টাকা খরচ করে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। শুধু ব্যাটিং নয়, বোলিং করাও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সেই ক্যামেরন গ্রিনকে দিয়ে প্রথম ম্যাচ বল করালই না কেকেআর। কেন এই সিদ্ধান্ত? ম্যাচের পর তা ফাঁস করলেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। হারের জন্য তিনি বোলারদের দোষ দিতে চাইলেন না। পাশাপাশি নিজের চোট নিয়েও কথা বললেন।

গ্রিনকে বল না করানোর কারণ জিজ্ঞাসা করা হতেই রাহানে বলেন, "এই প্রশ্নটা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। আমি বলতে পারব না। তবে দলের ব্যাটারদের নিয়ে আমি খুশি। কার্তিক (ত্যাগী) ভাল বল করেছে। অনেক দিন পর খেলতে নেমেছিল। ভালই খেলেছে। অনেক কিছু শিখলাম ম্যাচটা থেকে।"

রাহানের কথা শুনেই বোঝা গিয়েছে, গ্রিনের বল করার উপর অস্ট্রেলিয়া বোর্ডের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি অ্যাশেজ এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সে ভাবে বল করেননি। তা হলে কেন ২৫ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে কেনা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও রাহানে পরে বলেছেন, "আশা করি দ্রুত গ্রিন বল করা শুরু করবে। তখন প্রথম একাদশ অন্য রকম হবে। এই মুহূর্তে আমরা দলে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছি। যারা ভাল বল করতে পারে তাদেরই দলে নেওয়া হয়েছে।"

এ দিন চার ওভারের পরেই মাটিতে শুয়ে পড়তে দেখা যায় রাহানেকে। বোঝা যাচ্ছিল তাঁর পায়ের পেশিতে টান ধরেছে। মাঠে কিছু ক্ষণ চিকিৎসা হওয়ার পর ফিজিয়োর সঙ্গে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান রাহানে। পরে আর ফিল্ডিং করতে নামেননি। রিঙ্কু সিংহ অধিনায়কত্ব করেন। নিজের চোট নিয়ে রাহানে বলেছেন, "এখন ভালই আছি। পায়ের পেশিতে টান ধরেছিল। দুটো পায়েই সমস্যা হচ্ছিল। আশা করি দ্রুত ঠিক হয়ে যাব।"

এর পরেই নিজের ব্যাটিং নিয়ে মজা করে বলেন, "আমি এখনও তরুণ। মাত্র ৩৭ বছর বয়স। বেশ ভাল লাগছে। পেশির টানে সমস্যা হয়েছে ঠিকই। কারণ এখানে আর্দ্রতা প্রচুর। তবে নিজের ব্যাটিং নিয়ে খুশি।"

রাহানে ভেবেছিলেন, স্কোরবোর্ডে কেকেআরের যা রান উঠেছিল তাতে জিতবেন। তা না হওয়ায় হতাশ তিনি। বলেছেন, "এই হার মেনে নেওয়া কঠিন। ২২০-২২৫ জয়ের জন্য যথেষ্ট ভেবেছিলাম। তবে দলের বোলারেরা অনভিজ্ঞ এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। মুম্বইয়ের মতো শক্তিশালী ব্যাটিং বিভাগ থাকা দলের বিরুদ্ধে খেলা সমস্যার। এই ম্যাচ আমাদের কাছে শিক্ষা। বৈভব ছাড়া, কার্তিক এবং মুজারাবানির সে ভাবে আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। মুম্বই খুব ভাল ব্যাট করেছে।"

পাকিস্তানের লিগে বল বিকৃতির অভিযোগ!

আবার বিতর্কে পাকিস্তান ক্রিকেট। পাকিস্তান সুপার লিগে বল বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে। নিশানায় শাহিন আফ্রিদি, হ্যারিস রউফ ও ফখর জমান। এই ঘটনার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে তাঁদের। করাচি কিংসকে ৫ রান অতিরিক্ত দেন আম্পায়ারেরা। ফলে ম্যাচ হারতে হয় লাহৌর কলন্দর্সকে। ম্যাচ শেষে শাহিনকে নিশানা করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার রামিজ রাজা।রবিবার লাহৌর কলন্দর্স বনাম করাচি কিংসের ম্যাচ ছিল। শেষ ওভারে করাচির জিততে দরকার ছিল ১৪ রান। বল করতে যান রউফ। ওভার শুরু হওয়ার আগে দেখা যায়, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন রউফ, দলের অধিনায়ক শাহিন ও ফখর। সেই সময় বার বার নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করছিলেন তাঁরা। প্রত্যেকেই বল নিয়ে হাতের তলায় লুকিয়ে রাখছিলেন।এই ঘটনা চোখে পড়ে আম্পায়ার ফয়জল আফ্রিদির। তিনি বল চেয়ে নেন। তার পর আর এক অধিনায়ক শরফুদ্দৌলার সঙ্গে কথা বলেন। বল খতিয়ে দেখে তাঁদের মনে হয়েছে, বল বিকৃত হয়েছে। তাই করাচিকে ৫ রান অতিরিক্ত দেন আম্পায়ার। ফলে শেষ ওভারে দরকার পড়ে ৯ রান। সেই রান তুলে নেয় করাচি।আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি শাহিন। মাঠেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পরে পুরস্কার মঞ্চে ধারাভাষ্যকার রামিজ বল বিকৃতির ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করেন শাহিনকে। জবাবে লাহৌরের অধিনায়ক বলেন, "আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না। আমরা দেখব ক্যামেরায় কী ধরা পড়েছে। তার পর আলোচনা করব। ৫ রান ওদের দিয়ে দেওয়া হল। আমাদের অনুরোধ শোনা হয়নি।"এ কথা শোনার পরেও রামিজ প্রশ্ন করে যান। তাতে খেই হারান শাহিন। বার বার তিনি বলতে থাকেন, তাঁরা এই বিষয়ে এখন কিছু বলতে পারবেন না। শাহিন বলেন, "আপনি আম্পায়ারদের জিজ্ঞাসা করুন, কেন বল বদলানো হল। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু ওরা আমাদের সরে যেতে বলেন। আমরা এখন কিছু বলতে পারব না। ভিডিয়ো দেখে তবেই কিছু বলব।"

PNIT No.: 108/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 26th March, 2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class& Category registeredwith any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

DNIT No:	97/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Name of Work :	Maintenance of Government Residential building during the year 2026-27/SH: Maintenance of Circuit House, Agartala
Estimated Cost :	Rs. 8,56,439.00
Time of Completion :	180 Days
Earnest Money :	Rs. 17,129.00
Last date and time of Submission of Bid :	02/04/2026 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4983/26

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings) Agartala, West Tripura

PNIET No.: 37/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26, Dated. 27.03.2026

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & Time for Doument downloading & Bidding	Time & Date of Opening of Bid
1	DNIT No.83/NIT/SE-III/R/2025-26	1,03,15,969.00	2,06,319.00	180 Days	Upto 3.00 PM on 07.04.2026	At 04.00 Pm on 07.04.2026, If Possible
2	DNIT No.84/NIT/SE-III/R/2025-26	86,82,055.00	1,73,641.00	90 Days		
3	DNIT No.85/NIT/SE-III/R/2025-26	67,05,447.00	1,34,109.00	60 Days		
4	DNIT No.86/NIT/SE-III/R/2025-26	30,62,513.00	61,250.00	180 Days		

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
• Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4985/26

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ধর্মনগর উপনির্বাচনে জোরদার প্রচারে বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর সমর্থনে মাঠে মেয়র

ধর্মনগর, ৩০ মার্চ: ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে রাজনৈতিক লড়াই। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরদার হচ্ছে শাসক দল বিজেপির প্রচার অভিযান।

সোমবার ধর্মনগর শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় দলীয় প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালানো হয়। এই প্রচার অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, প্রাক্তন কৃষাণ মোর্চার নেতা বিশ্বজিৎ দেব সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। দিনভর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন নেতারা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে দীপক মজুমদার বলেন, প্রার্থী জহর চক্রবর্তী একজন সজ্জন ও ভদ্র মানুষ হিসেবে ধর্মনগরে সুপরিচিত। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে আসছেন। আমরা আশা করছি, সাধারণ মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে তাঁকেই সমর্থন করবেন। উল্লেখ্য, ধর্মনগর উপনির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে, এবং সব দলই নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে মাঠে নেমেছে।

অবৈধ ব্যবসা ঘিরে উত্তেজনা, দা দিয়ে হামলায় গুরুতর জখম এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মার্চ: তেলিয়ামুড়া থানাধীন শুদ্ধছড়া এলাকায় অবৈধ ব্যবসার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এক অবৈধ ব্যবসার খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা বাধা দিতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অভিযোগ, গ্রামবাসীদের বাধা উপেক্ষা করে অভিজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ রণংদেহী হয়ে ওঠেন এবং পাশের বাড়ির বাসিন্দা দিপাল দাসের উপর ধারালো দা দিয়ে হামলা চালান। এই হামলায় গুরুতরভাবে জখম হন দিপাল দাস।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধে প্রশাসন যেন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আর না ঘটে।

গভীর রাতে গরু চুরি করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, গ্রামবাসীদের হেফাজতে গরু ও অল্টো গাড়ি

কৈলাসহর, ৩০ মার্চ: উনকোটি জেলার কৈলাসহরে হামিদপুর গ্রামে রবিবার গভীররাতে গরু চুরির একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। চুরি করে গরু নিয়ে পালানোর সময় একটি অল্টো গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইরানি থানার অন্তর্গত ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হামিদপুর গ্রামে রাত প্রায় ২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। দ্রুতগতিতে পালানোর সময় গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে টিআর ০৫ত্ত জিত্ত০৩৮৭ নম্বরের অল্টো গাড়িটি রাস্তার নিচে উল্টে যায়।

দুর্ঘটনার শব্দে আশপাশের গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখেন, গাড়িটি উল্টে পড়ে রয়েছে এবং তার ভিতরে দুটি গরু আটকে রয়েছে, তবে গাড়িতে কোনও ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। অন্ধকারের সুযোগে চোরেরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। পরে গ্রামবাসীরা গরু দুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, আটক গাড়িটি এর আগেও একাধিকবার গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত ছিল। একই গাড়ি ব্যবহার করে বারবার চুরির ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠায় এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ বাড়ছে।

ঘটনার খবর পেয়ে গভীর রাতেই ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সোমবার সকালেও পুলিশ পুনরায় ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে এবং গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পলাতক চোরদের গ্রেপ্তার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ রোধ করা যায়।

তেলিয়ামুড়ায় অশান্তির আবহে দলবদল ২১ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান

তেলিয়ামুড়া, ৩০ মার্চ: সন্ত্রাস নয়, শান্তিই চাইএই বার্তাকে সামনে রেখে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সহাবস্থানের আহ্বান জানালেন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। ভোটকে উৎসব হিসেবে উদযাপনের দাবি তুলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অটুট রাখার কথাও শোনা গেল তাঁদের মুখে। এরই মধ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমার সাম্প্রতিক অশান্তির আবহে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন মোড় দেখা দিয়েছে।

গতকাল রাতের একটি হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ উত্তর মহারানী এলাকায় ঘটে যায় নাটকীয় দলবদল। পাঁচটি পরিবারের মোট ২১ জন ভোটার তিপ্রা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। উত্তর মহারানী এলাকায় অবস্থিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের দলে স্বাগত জানানো হয়।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান,গতকাল রাতে আচমকাই তিপ্রা মথার আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা মানিক বাজার এলাকায় গিয়ে একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। তাঁর দাবি, এই ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ হয়েই ওই পরিবারগুলি দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। সেখানে সব রাজনৈতিক দলেরই প্রচারের অধিকার রয়েছে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সেই পরিবেশ নষ্ট করা উচিত নয়। আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই। মন্ত্রী দাবি করেন, শান্তির বার্তা দিতেই ওই ২১ জন ভোটার স্বেচ্ছায় তাঁর বাসভবনে এসে বিজেপিতে যোগদান করেন।

কলেজটিলা ইকোপার্কে শৌচাগারের ব্যবস্থা করার আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: বহু টাকা ব্যয়ে নির্মিত কলেজটিলা ইকো পার্কে ঘুরতে গিয়ে দেখা যায় কয়েকজন মহিলা এবং বছর ১৭ - ১৮ বয়সের কয়েকজন মেয়ে শৌচাগার খোঁজাখুঁজি করে নিরাস হয়ে গেলেন। কারণ এই ইকো পার্কটি ঘোরাঘুরি করতে প্রায় ঘন্টাখানেকের মতো সময় লাগে।

তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃতিক কার্যের প্রয়োজন পড়ে। আশেপাশে ও খোঁজাখুঁজি করে আমাদের প্রতিনিধিরা দেখতে পারেন কোথাও প্রাকৃতিক কার্য সম্পন্ন করার মতো কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাই পর্যটকদের দাবি অতি শীঘ্রই শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হোক। তাছাড়া ঝড় বৃষ্টির দিনে ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ যদি ঝড় বৃষ্টির সন্মুখীন হয় তাহলে কোথাও দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। তাই সাধারণ মানুষের দাবী বিশ্রামাগারের মতো শেডের ব্যবস্থা করলে ভালো হবে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর কলেজটিলার ইকো পার্কটি সকলের কাছেই ভালো লাগছে।আর তাই প্রতিদিন

বাইখোড়ায় নাবালিকা গৃহবধূ উদ্ধার, চাইল্ড লাইনের অভিযানে চাঞ্চল্য

শান্তিরবাজার, ৩০ মার্চ: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া এলাকায় নাবালিকা বিবাহের অভিযোগে এক কিশোরী গৃহবধূকে উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, বাইখোড়া পশ্চিম চড়কবাই এলাকার বাসিন্দা রতন নন্দীর ছেলে নিলেশ নন্দী এক নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে সংসার করছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি গোপন সূত্রে জানতে পেরে দক্ষিণ জেলা চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা দ্রুত পদক্ষেপ নেন।

পরবর্তীতে চাইল্ড লাইনের টিমের সঙ্গে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের প্রতিনিধিরা, ডি সি এম কাকলী সাহার নেতৃত্বে, অভিযানে অংশ নেন। তাঁরা নিলেশ নন্দীর বাড়িতে গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিরাপত্তার জন্য হোমে পাঠান। তবে এই বিষয়ে ডি সি এম কাকলী সাহা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তাঁর এই নীরবতা ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, নাবালিকা বিবাহ রোধে দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও, অভিযোগ উঠছে যে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এখনও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের প্রশ্ন, শুধুমাত্র নাবালিকাকে উদ্ধার করাই কি প্রশাসনের দায়িত্ব শেষ, নাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? ঘটনার পর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।

ত্রিপুরায় ১০০ দিনের ইন্টিগ্রেটেড স্বাস্থ্য অভিযান শুরু অপুষ্টি, যা ও কিশোর স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: ত্রিপুরায় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্ত্যের সভাপতিত্বে আজ আগরতলার সিভিল সেক্রেটারিয়েট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ১০০ দিনের ইন্টিগ্রেটেড অপুষ্টি যা ও কিশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন অভিযান। এই কর্মসূচি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা, এনইইসিসিও এবং ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের যৌগ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে।

এই বিশেষ। উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল বাজোর নির্দিষ্ট এলাকায় অপুষ্টি, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলিকে দ্রুত চিহ্নিত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও ফলপ্রসূ করে তোলাই এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সিপাহিজলা জেলার কাঠালিয়া ও মোহনভোগ ব্লকে ৩৫ টি ক্যাম্প এবং ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লকে ৯ টি ক্যাম্প-এ এই অভিযান চলবে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে অপুষ্টি, টিবি শনাক্তকরণে ঘাটতি এবং কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে কাজ করা হবে।। এই ১০০ দিনের অভিযানে ফিলড লেভেলে একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবিরের আয়োজন, অপুষ্টি ও টিবি রোগের স্ক্রিনিং, কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য পরামর্শ ও সচেতনতা কর্মসূচি, রেফারেল ও ফলো-আপ ব্যবস্থার জোরদার এবং আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষেন প্রচার কর্মসূচি। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মেডিকেল টিম কাজ পরিচালনা করছে। ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ব্লক স্তরে নিয়মিত পর্যালোচনা, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন এবং রাজ্য জ্বরে পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে পুরো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের (সিএমও) নেতৃত্বে জেলা অভিযানের পর্যবেক্ষণের জন্য একটি সুসংগঠিত মনিটরিং

এই ১০০ দিনের অভিযানের মাধ্যমে শিবিরে অপুষ্টি নির্ণয়ের জন্য শিশুদের ওজন ও উচ্চতা মাপা হবে এবং গ্রোথ চার্টের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা হবে। একই সঙ্গে রক্তাল্পতা চিহ্নিত করতে হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হবে। টিবি শনাক্তকরণের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। উপসর্গভিত্তিক পরীক্ষা, প্রয়োজন অনুযায়ী কফ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য পরামর্শ, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা, অল্প বয়সে গর্ভধারণ শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ ক্লিনিকে রেফারেলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১০০ দিনের সমন্বিত স্বাস্থ্য অভিযানের আওতায় প্রতিটি শিবিরে গড়ে প্রায় ২০০ জন সুবিধাভোগীকে পরিষেবা দেওয়ার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৬,৪০০ জনের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

এই শিবিরগুলিতে মূলত শূণ্য থেকে ৬ মাস ও ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশু, গর্ভবর্তী মহিলা, স্তন্যদানকারী মা এবং ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের পরিষেবা প্রদান করা হবে।

সুবিধাভোগীদের জন্য শিবিরে থাকবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দল, প্রয়োজন অনুযায়ী রেফারেল ব্যবস্থা, ওষুধ সরবরাহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের জন্য অন-সাইট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে তারা আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিষেবা দিতে পারেন। অনুষ্ঠানে নেপকো এবং ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, নতুন শিক্ষাবর্ষে ফলাফল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: নতুন শিক্ষাবর্ষের সূচনায় সোমবার শান্তির বাজারের সানফ্লাওয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। ফলাফলের ভিত্তিতে প্রত্যেক শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি মেধা যাচাইয়ের ভিত্তিতে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা হয়। মেধা তালিকায় প্রথম স্থানাধিকারীকে ৩ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ১ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ২ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির সেরা ছাত্রছাত্রীদের মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান প্রবীর বরন দাস, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল গোপাল চন্দ্র মল্লিকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান প্রবীর বরন দাস বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই বিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করে আসছে এবং চলতি বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল গোপাল চন্দ্র মল্লিক জানান, শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করছে।অন্যদিকে, পুরপরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতিতে প্রিন্সিপাল গোপাল চন্দ্র মল্লিক ও এসএমসি চেয়ারম্যান প্রবীর বরন দাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়। ব্যস্ততার মধ্যেও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রশংসিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রিন্সিপাল গোপাল চন্দ্র মল্লিক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পুরো অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

যাত্রাপুরে বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুই বাংলাদেশি সহ গ্রেফতার তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩০ মার্চ: রাজমিস্ত্রির কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে যাত্রাপুর থানার পুলিশ দুই বাংলাদেশি যুবকসহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয় দালালও রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, কাজের সন্ধানে ওই দুই বাংলাদেশি যুবক সীমান্ত পেরিয়ে যাত্রাপুর থানার এলাকায় প্রবেশ করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা পেশায় রাজমিস্ত্রি এবং কাজের উদ্দেশ্যেই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

ধৃতদের বিরুদ্ধে বেআইনি অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বুধবার তাদের আদালতে তোলা হয় এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কাজের খোঁজে বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ বেআইনিভাবে রাজ্যে প্রবেশ করছে বলে অভিযোগ উঠছে। এই ঘটনায় সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আড়ালিয়ায় লালন উৎসব, সংস্কৃতি চর্চায় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আড়ালিয়াস্থিত প্রিয়লাল সাহা স্মৃতি কমিউনিটি হলে গতকাল আয়োজিত হল লালন উৎসব। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, জাতপাত ও ভেদাভেদ ভুলে নিজেদের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। ঐক্যবদ্ধভাবে সংস্কৃতির ধারাকে বজায় রাখার উপর তিনি জোর দেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে আগামী প্রজন্মকে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উন্নতি প্রয়োজন। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব এবং যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে হলে তাদের সংস্কৃতি চর্চার দিকে উদ্বুদ্ধ করা জরুরি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের পাশাপাশি সংস্কৃতিতেও উৎকর্ষ অর্জন করলে রাজ্য ও দেশ উভয়ই সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর সুভাষ ভৌমিক, রুমা দাস, পিন্টু রঞ্জন দাস, শিল্পী দেওয়ান দাস, পশ্চিম জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য অসীম ভট্টাচার্য্য, সমাজসেবী স্বপ্না দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উৎসবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা লালনগীতি ও নৃত্য পরিবেশন করেন, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ মার্চ: জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ বিলোনিয়ায় আয়োজন করা হল এক বিশেষ অনুষ্ঠানের। বিলোনিয়া পুর পরিষদ ও বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক স্বরূপ পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা। অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম-এর গুরুত্ব ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

এদিন মহকুমার স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানিদের পরিবারের ২২ জন সদস্যকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি তাদের অবদানকে স্মরণ করা হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে দেশপ্রেমমূলক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গান ও অন্যান্য পরিবেশনার আয়োজন করা হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে দেশপ্রেমের এক বিশেষ আবহ তৈরি করে।

এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। তিনি জানান, জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি দেশের ইতিহাস ও গৌরবের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

উন্নয়ন সংঘে নতুন কমিটি, সর্বসম্মতিতে ৩১ সদস্যের নেতৃত্ব ঘোষণা

আগরতলা, ২৯ মার্চ: দক্ষিণ আগরতলার অন্যতম পরিচিত সামাজিক সংগঠন উন্নয়ন সংঘে এলো নতুন নেতৃত্ব। টানা ৩ বছর দায়িত্বে থাকা পুরনো কমিটি ভেঙে আগামী ২ বছরের জন্য রবিবার এক সাধারণ সভার মাধ্যমে গঠন করা হল নতুন পরিচালন কমিটি।

ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ওই সভায় প্রথমে ৫ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। নন্দগোপাল পাল, যোগেশ দাস, জয়ন্ত বিষ্ণু রায়, নির্মল চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি পরবর্তীতে একটি প্যানেল তৈরি করে। তাঁদের প্রস্তাবিত প্যানেল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলে ৩১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন জয়ন্ত প্রসাদ সাহা। একাধিক সহ-সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সমীর চক্রবর্তী, শঙ্কর দেব, বিভা রাণী সাহা, মিঠু চক্রবর্তী ও কমল ভট্টাচার্য। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন পার্থ সরকার। যুগ্ম সম্পাদক পদে রয়েছেন বলাই ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সাহা, অংশুমান সরকার ও শীলা দাস পাল।

কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে অনিরুদ্ধ দেব রায় এবং যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সঞ্জীব সাহা ও সুমিত দেব মনোনীত হয়েছেন। অফিস সম্পাদক হয়েছেন ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী, সঙ্গে যুগ্ম অফিস সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন রাজীব দাস, চিরঞ্জিত ধর ও গৌরী বরুয়া দে।

ক্রীড়া সম্পাদক পদে শির্ষেন্দু সরকার এবং যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে অমন দেব ও রাহুল দেব দায়িত্ব পেয়েছেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক হয়েছেন সমর দে, আর যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন উত্তম বণিক, সন্দীপা বর্ধণ ও অনিন্দিতা দে।

প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট সম্পাদক পদে গৌরী চক্রবর্তী দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যুগ্ম প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন সুব্রত দত্ত, কাকলি সরকার ও সর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী। সামাজিক মাধ্যম ও আইটি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মনোজ দেব এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন শান্তনু চক্রবর্তী।

সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে নতুন কমিটি গঠনকে ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ ও প্রবল উৎসাহ। সদস্যদের আশা, নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে আগামী দিনে উন্নয়ন সংঘের সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও গতিশীল হয়ে উঠবে।

যাত্রাপুরে অবৈধ অনুপ্রবেশ: দুই বাংলাদেশি সহ গ্রেফতার ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, যাত্রাপুর, ৩০ মার্চ: রাজমিস্ত্রির কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে যাত্রাপুর থানার পুলিশ দুই বাংলাদেশি যুবকসহ এক ভারতীয় দালালকে আটক করেছে। রবিবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যাত্রাপুর থানার পুলিশ একটি নাকা পয়েন্টে নজরদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় টিআর ০৭- ই - ০৩৭৬ নম্বরের একটি ইকো গাড়ি কে.কে নগর থেকে সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক ধরে সোনামুড়ার দিকে যাচ্ছিল। সন্দেহভাজন হওয়ায় গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে।

পরে ধৃতরা স্বীকার করে যে, তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে রাজমিস্ত্রির কাজ করার উদ্দেশ্যে। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন, ১,৮১০ বাংলাদেশি টাকা এবং একটি বাংলাদেশি পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়।

ধৃত দুই বাংলাদেশির নাম মোহাম্মদ ইয়াসিন ও মোহাম্মদ হিজবুল। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। এছাড়া ভারতীয় দালাল হিসেবে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, যার বাড়ি যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কালিকৃষ্ণনগর এলাকায়।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, দালাল চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেই তারা কাজের সন্ধানে ভারতে প্রবেশ করেছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

সিপাহীজলা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

বি.এন.এস.এস. ২০২৩-এর ১৬৩ ধারা অনুযায়ী সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ১৩ মার্চ, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং ১২ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এ আদেশ সামরিক, আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে, পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরি সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারি এবং অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বি.এন.এস. ২০২৩-এর ২২৩ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অপরাধ দমনে বিশালগড়ে পুলিশের কড়া অভিযান, সন্দেহজনক যানবাহনের বিরুদ্ধে মাঠে প্রশাসন

বিশালগড়, ৩০ মার্চ: অপরাধ দমনে আরও কঠোর অবস্থান নিল বিশালগড় থানার পুলিশ। এলাকাজুড়ে বেআইনি কার্যকলাপ সন্দেহজনক যানবাহন চলাচল এবং কালো গ্লাস লাগানো গাড়ির বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ প্রশাসন।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন থানার ওসি বিজয় দাস পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে কালো গ্লাস লাগানো গাড়ি ও সন্দেহজনক যানবাহনের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় নাকা চেকিং, যানবাহন তল্লাশি এবং চালকদের কাগজপত্র যাচাই করা হচ্ছে ওসি বিজয় দাস জানান আইন ভঙ্গ করে কালো গ্লাস লাগিয়ে চলাচল করলে বা সন্দেহজনক কার্যকলাপে যুক্ত থাকলে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। কালো গ্লাস দেখলেই এখন বিশালগড় থানার পুলিশের কড়া পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে। অপরাধ দমনে পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাদের মতে, নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারি বাড়লে অপরাধ অনেকটাই কমবে এবং মানুষ আরও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 31-03-2026, 01:10